CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
সিষ্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 September, 2019 ■ আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# এডিসিতে ভাগ দেবে না আইপিএফটি বিজেপিকে স্পষ্ট বার্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** এডিসি নির্বাচনে ২৮ টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি। বিজেপির সর্বভারতীয় নির্বাচন প্রভারী জে পি নাড্ডাকে একথা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন এনসি দেববর্মারা। তাদের বক্তব্য, বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন রফার ক্ষেত্রে আইপিএফটিকে এডিসি নির্বাচনে ছাড় দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নেডার কনভেনার তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই, এক্ষেত্রে বিজেপির সহযোগিতা চেয়েছেন তাঁরা।

আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া দিল্লি গিয়েছেন। দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় নির্বাচন প্রভারী জে পি নাড্ডার সাথে তাঁরা বৈঠক করেছেন। বৈঠকে রাজ্যের জনজাতি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মেমোরেন্ডাম তাঁরা শ্রী নাড্ডার হাতে তুলে দিয়েছেন। ওই বৈঠকে এডিসি নির্বাচন নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়া জানান, এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত জে পি নাড্ডাকে জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আসন রফা নিয়ে বিজেপি এডিসি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নেডার কনভেনার তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সাথে বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচনে ৯টি আসনে আইপিএফটিকে সন্তুষ্ট থাকতে বলা হয়েছিল। তার বদলে এডিসি নির্বাচনে বিজেপি কোনও দাবি থাকবে না সেই আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। ফলে, এখন এডিসি নির্বাচনে সমস্ত আসনে বিজেপির সহযোগিতা চেয়ে জে পি নাড্ডার কাছে জোট বেধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

মেবার কুমার জমাতিয়ার কথায়, এডিসি নির্বাচন নিয়ে আইপিএফটির অবস্থান বিজেপির কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিজেপি জোট শরিক হিসেবে সহায়তা করবে বলে আশাবাদী আইপিএফটি। তবে, জে পি নাড্ডা এডিসি নির্বাচন নিয়ে বিজেপির অবস্থান সম্পর্কে আইপিএফটি নেতৃবৃন্দকে কোনও মন্তব্য করেননি। মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, আইপিএফটির প্রস্তাবে বিজেপি রাজি না হলে লোকসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতই এডিসি নির্বাচনেও একা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের বৈঠকে সন্ত্রাস নিয়ে পাকিস্তানকে তীব্র কটাক্ষ ভারতের

**জেনিভা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের মূল কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করে ভারত বলেছে যে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রসঙ্গে সরকার যে প্রগতিশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা রাজ্যের জনগণকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করবে।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএনএইচআরসি) ৪২ তম অধিবেশনে, ভারতের তরফ থেকে বিজয় ঠাকুর সিংহ পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির অভিযোগের যোগ্য জবাব দিয়েছেন। পাকিস্তানের নাম না নিয়েই তিনি বলেন, যে সম্মেলনে একটি দেশ জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে মিথ্যাচারের "চলমান ভাষ্য" শুনিয়েছে। এটি সেই দেশ যে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস এবং যার মদতে সন্ত্রাসবাদ দ্বারা জম্মু ও কাশ্মীরকে দীর্ঘ সময় প্রভাবিত হয়েছে।

ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও জম্মু ও কাশ্মীরে প্রশাসন সরবরাহ, পরিবহন এবং সংযোগ সুবিধাগুলি নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় পরিষেবা বজায় রাখছে। ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হচ্ছে। সতর্কতা হিসাবে যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা হ''ল সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যের কারণে। তিনি বলেন যে, কেবল ভারত নয়, গোটা বিশ্ব সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। সন্ত্রাসীরা মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে যদি নীরবতা পালন করা হয় তবে তা সন্ত্রাসীদের উৎসাহ দেবে।

ভারতীয় প্রতিনিধি, জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে অন্য যে কোনও দেশের ভূমিকা ও উদ্বেগকে প্রত্যাখ্যান করার সময় বলেন যে, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। কোনও দেশ তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে পারে না। অন্তত ভারত অবশ্যই এটি করবে না।

ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন যে, সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে আর্থ-সামাজিক সাম্যতা এবং ন্যায়বিচারের উন্নয়নে প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই জাতীয় প্রগতিশীল আইনী ব্যবস্থার মাধ্যমে, রাজ্যে লিঙ্গ বৈষম্য অপসারণ করা হবে। শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত হবে এবং শিক্ষা, তথ্য ও কর্মসংস্থান সম্পর্কিত অধিকার প্রযোজ্য হবে। দেশের অন্যান্য রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধা এখন জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখের নাগরিকদেরও বাড়ানো হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# আক্রান্ত নেতার বাড়িতে গেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।।** গত ৮ সেপ্টেম্বর নিজ বাড়ি থেকে আগরতলা শহরে আসার সময় সমাজদ্রোহীদের হাতে আক্রান্ত হন সিপিআইএম নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ সহা। যোগেন্দ্রনগর বিদ্যুৎ নিগম অফিস সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বজিৎ সাহার বাইক আটক করে সমাজদ্রোহীরা। তারপর বাইক থেকে নামিয়ে বিশ্বজিৎ সাহাকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয়।

পরে বিশ্বজিৎ সাহা জিবি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার যোগেন্দ্রনগর বনকুমারিস্থিত বিশ্বজিৎ সাহার বাড়িতে ঘটনার খোঁজখবর নিতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি এইদিন কথা বলেন আক্রান্ত বিশ্বজিৎ সাহা ও তার পরিবারের লোকজনদের সাথে। ঘটনার বিষয়ে আবগত হন। তারপর তিনি সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানান এই ধরনের ঘটনা প্রতিদিন কোথাও না কোথাও ঘটছে।

এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা পুলিশ অবগত নয় এমনটা নয়। প্রতিদিন বিরোধী দলের স্থানীয় নেতৃত্বরা আক্রান্ত হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা এইদিন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রোগীর পরিবারের উপর আর্থিক বোঝা চাপানোর বিষয়েও মুখ খোলেন। তিনি বলেন রাজ্যে আগে এমনটা ছিল না। ক্ষমতার বসার আগে এমনটা বলেনি। কিন্তু এখন তারা যা খুশি করে নিচ্ছে। ক্ষমতায় এখন তারা সুতরাং কিছু করার নেই। মানুষ অভিজ্ঞতা লাভ করছে। তিনি আশা ব্যক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্য জুড়ে পালিত মহরম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরায় বসবাসরত মুসলমানরা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আজ মঙ্গলবার মহরম উদযাপন করছেন। এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর বর্ডার গোলচক্কর এলাকাবাসী মহরমের তাজিয়া নিয়ে বের হন। রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে আবার বর্ডার গোলচক্কর এলাকায় এসে শেষ হয় তাজিয়া কার্যক্রম।

এদিনের তাজিয়ায় বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, শিশু-কিশোর এবং মহিলারা শামিল হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রোলার থেকে পড়ে থেঁতলে গেছেন ব্যক্তি, বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের জগন্নাথপুরে রোলার গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে একদিকে যখন চিকিৎসা-খরচ রোগীর ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়ার নিরন্তন প্রয়াস চলেছে, ঠিক সেই সময়ে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এ-ধরনেরই এক ঘটনা ঘটেছে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। মঙ্গলবার সকাল নাগাদ জগন্নাথপুরের বাসিন্দা বিষ্ণু দাস রোলার গাড়ি চালানোর সময় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় সূত্রের খবর, তিনি রোলার গাড়ি নিয়ে ফটিকরায়ের দিকে যাচ্ছিলেন। ধনবিলাস এলাকায় পৌঁছতেই রোলার থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়েন চালক বিষ্ণু দাস। তখন তাঁর ডান পায়ের উপর দিয়ে রোলারের চাকা গড়িয়ে যায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয় জনগণ সঙ্গে সঙ্গে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁকে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক নীলমণি দেববর্মা রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করালেও উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি বলে অভিযোগ। অভিযোগে আরও জানা গিয়েছে, তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ত্রিপুরায় এনআরসির পক্ষে সওয়াল করেছে আইপিএফটির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** ত্রিপুরায় এনআরসির পক্ষে সওয়াল করেছে আইপিএফটি। দলের সাধারণ সম্পাদক মেবার কুমার জমাতিয়ার কথায়, ত্রিপুরা এনআরসি চালু হলে আইপিএফটির কোনও আপত্তি নেই। বরং আইপিএফটি চাইছে ত্রিপুরা এনআরসি চালু হোক। তবে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলির সম্মতি ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না বলেও অবস্থান স্পষ্ট করেছে আইপিএফটি।

মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরায় এনআরসি চালু হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, এ রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রচুর। ফলে, তাদের চিহ্নিত করা খুবই জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তাঁর যুক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ত্রিপুরার ভূমিপুত্ররা নানা ভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁদের অধিকারে কোঁপ পড়ছে। তাই, এনআরসি চালু করার মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হলে ত্রিপুরার ভূমিপুত্ররা উপকৃত হবেন। গুয়াহাটিতে নেডার বৈঠকে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র কাছে এনআরসি নিয়ে অবস্থান তুলে ধরেছে আইপিএফটি।

এদিকে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয় বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহরম উপলক্ষে মঙ্গলবার আগরতলায় ধর্মাবলম্বীদের নানা ধরনের কসরৎ। ছবি নিজস্ব।

# স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধির বিষয়টি পূনর্বিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবে আইএমএ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল গুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধির বিষয়টি পূনবিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসো'র ত্রিপুরা শাখা। সংস্থার সভাপতি ডাঃ শংকর রায় জানিয়েছেন, সরকারি হাসপাতালে ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পূনবিবেচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানানোর বিষয়ে আজ বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তুলে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, সরকারি হাসপাতালে ফি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হবে। তাঁর কথায়, ওই কমিটি সরকারি হাসপাতালে ফি সংক্রান্ত যাবতীয় খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয় পর্যালোচনার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে রিপোর্ট জমা দেবে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি এবং সংশোধনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে সাড়া রাজ্যব্যাপী ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যবাসীর এক বড় অংশই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দিচ্ছেন। ফলে, বিষয়টি জটিলতা অনুভব করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসো'র ত্রিপুরা শাখা আজ জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেছেন।

এদিন বৈঠকে নির্যাস তুলে ধরে সংগঠনের সভাপতি ডাঃ শংকর রায় বলেন, যে কোনও গণতান্ত্রিক সরকারের কর্তব্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। জাতির গঠনে তা সহায়ক বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি বৃদ্ধি ও সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা পূনর্বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেন আইএমএ ত্রিপুরা শাখা। তাই, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হবে ওই সিদ্ধান্তটি পূনর্বিবেচনা করা হোক।

ডাঃ রায়ের যুক্তি, হাসপাতালে শয্যার জন্য রোগীদের কাছ থেকে ফি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অথচ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাধিক রোগীর ভিড়ের কারণে জিবি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের শয্যা দেওয়া সম্ভব হয়না। এক্ষেত্রে যারা শয্যা পাবেন না তাদের কাছ থেকেও ফি সংগ্রহ করা হলে তীব্র অসন্তোষ জন্মাবে রোগীর পরিবারে। তাছাড়া, অপিডি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ টাকা ফি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে আইএমএ ত্রিপুরা শাখা। এক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ভিত্তিতে পিএইচএইচ গ্রুপের তালিকাভুক্ত রোগীদের ছাড় দেওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার বিবেচনা করতে পারে।

এদিন তিনি বলেন, অক্সিজেন প্রদানের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মহিলার পঁচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হাসপাতালের বিশ্রামাগারে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** হাসপাতালের বিশ্রামাগারে পড়ে থাকা ভবঘুরে বৃদ্ধার মৃতদেহ দু-দিন পর মঙ্গলবার মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। কারণ, মৃতদেহের পঁচা গন্ধে সকলের চলাফেরা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। অথচ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খবর পেয়েও দু-দিন ধরে কোনও উদ্যোগ নেয়নি।

গত রবিবার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে বিশ্রামাগারে আশ্রয়রত জনৈক ভবঘুরে মহিলার মৃত্যু হয়। কিন্তু, কেউ তাঁর মৃতদেহ সৎকারে এগিয়ে আসেনি। আর অনেকেই তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি টের পেয়েও এড়িয়ে গেছেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েক মাস যাবৎ ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল চত্বরে ঘোরাঘুরি করতেন পঞ্চাশোর্ধ এক বৃদ্ধা। প্রায়ই হাসপাতালের বিশ্রামাগারে রাতে তিনি আশ্রয় নিতেন। রবিবার তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি টের পাওয়ার পরও সকলেই এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনায় অমানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, সোমবার থেকেই হাসপাতালের বিশ্রামাগারে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তাতে, কয়েকজন ই-রিক্সা চালক মিলে বিষয়টি ডা. মণ্টু চাকমার নজরে নেন। কিন্তু, ভবঘুরে মহিলার মৃত্যুতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনও দায়িত্ব নিতে পারবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন। এদিকে, মঙ্গলবার মৃতদেহের পঁচা গন্ধে কারোর পক্ষে ওই বিশ্রামাগারে টিকে থাকা যাচ্ছিল না, তাই কয়েকজন ই-রিক্সা চালক মেডিক্যাল সুপার ডা: শীর্ষেন্দু চাকমার সাথে দেখা করে এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# স্ত্রীকে মারধরের অভিযোগ পুলিশ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** রাজ্য পুলিশে কর্মরত কনস্টেবল স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ আনলেন এক গৃহবধূ । পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন কালিকাপুরের বাসিন্দা রাণু বিশ্বাস রায়কে তাঁর স্বামী নারায়ণ চন্দ্র রায় প্রায়ই মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার তাঁকে কিল, ঘুষি মেরে রক্তাক্ত করার ঘটনায় পূর্ব আগরতলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি । তবে, পুলিশ কোনও মামলা না নিলেও তাঁর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে।

২০০৬ সালে পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ চন্দ্র রায়ের সাথে সামাজিক রীতি মেনেই বিয়ে হয় রাণু বিশ্বাসের । অবশ্য, প্রথমপক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর নারায়ণবাবু দ্বিতীয় বিয়ে করেন । প্রথম পক্ষের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। রাণু বিশ্বাসের সাথে বিয়ে হওয়ার পর তাঁদের কোনও সন্তান হয়নি । আজ রাণু বিশ্বাস রায় জানিয়েছেন, বিয়ের মাস-ছয়েক পর থেকেই তাঁর উপর নির্যাতন চালাতেন স্বামী । কখনও পণের জন্য, কখনও-বা বাড়িঘরে কাজের জন্য তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করতেন । এ-বিষয়ে একাধিকবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বলেও গৃহবধূ রাণু অভিযোগ করেছেন।

তাঁর অভিযোগ, খোয়াই থাকাকালীন তাঁকে মারধরের জন্যই সেখান থেকে বদলি করেছিল পুলিশ প্রশাসন। কিন্তু, বদলি হয়েও তিনি নিজেকে শোধরাননি বলে জানান তিনি।

রাণু বিশ্বাস রায় বলেন, আজ তাঁকে বাড়ির বাইরে রেখে তালা লাগিয়ে চলে যাচ্ছিলেন স্বামী নারায়ণ রায়। এর প্রতিবাদ করায় তাঁকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে। তাঁর মুখে আঘাতের চিহ্নও দেখিয়েছেন। তিনি জানান, পূর্ব আগরতলা থানায় এই ঘটনায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে পুলিশ তাঁকে সহানুভূতি দেখিয়ে চিকিৎসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# সন্দেহভাজন দুই যুবককে পুলিশে দিল জনতা, তল্লাসিতে মিলল ব্রাউনসুগার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** মঙ্গলবার ব্রাউন সুগার-সহ এক যুবককে পুলিশ আটক করেছে। সন্দেহভাজন আরও এক যুবককে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ওই যুবকের পরিচয় গোপন রেখেছে। আগরতলার প্রগতি রোডের ঘটনা।

এদিন সকালে এক যুবকের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃত যুবক তাঁকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে বলে দাবি করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ছুটে এসে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। পুলিশের কথায়, এক যুবকের কাছে একটি ছোট কৌটায় ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। তবে, ওই ব্রাউন সুগারের পরিমাণ মেপে দেখা হয়নি। এদিকে, সন্দেহভাজন আরও এক যুবককে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশের দাবি, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসবে।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, আজ সকালে ওই দুই যুবককে প্রগতি রোডে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। তাদের চালচলনে সন্দেহ হওয়ায় এলাকাবাসী মিলে দুজনকেই মেহের কালীবাড়িতে নিয়ে যান। সেখানেই পুলিশ এসে তাদের আটক করেছে। তাদের দুজনের পকেটে তল্লাশি চালিয়ে একটি কৌটায় ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। জনৈক এলাকাবাসীর কথায়, ধৃত দুই যুবকের মধ্যে একজনের বাড়ি অ্যাডভাইজার চৌমুহনিতে। তবে তার পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন কেউ।

এদিকে, পুলিশ কেন তাদের পরিচয় গোপন রেখেছে, সে-বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, নেশা সামগ্রী পাচারের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মীরা দোষী সাব্যস্ত হচ্ছেন। এ ঘটনায় এ-রকম কিছু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে।

বিলোনীয়া সংযোজন ঃ দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া মহকুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩২৯ ▫ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ২৪ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## গুজব ও কুসংস্কার

মানুষের প্রয়োজনেই আইন প্রণীত হইয়াছে। সেই আইন যথাযথ ভাবে প্রয়োগ না হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। যে কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আইন হাতে তুলিয়া নেবার বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। গত কয়েক বছর ধরে বিষয়টি পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে, গণপিটুনি অভিধানে নতুন সংযোজন ঘটাইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বিপজনক প্রবণতা। গণপিটুনিতে অংশগ্রহণকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সভ্য সমাজে গণপিটুনি নামক বর্বরতাকে কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। সম্মিলিত জনতা যখন একটি মানুষকে দোষী সাব্যস্ত কবিয়া সমবেত ভাবে তাঁহাকে প্রহার করিয়া থাকেন তাহাকেই বলা হয় গণপিটুনি। অর্থাৎ গণপিটুনির নেপথ্যে কাজ করে জনতার রায়, জনাদেশ। আমরা অনেকেই মনে করি, সম্মিলিত মানুষের সমষ্টি কোনও অন্যায় কাজ করিতেই পারে না। সমাজ গঠিত হইয়াছিল মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের চাহিদায়। কিন্তু এই সমাজের হাত যত শক্ত হইয়াছে, ব্যক্তি মানুষ ততই দুর্বল হইয়াছে। খর্ব হইয়াছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও। সমাজের যৌথশক্তি এক দিকে যেমন দুর্বল অক্ষম মানুষকে রক্ষা করিতে আবার অন্য দিকে সমাজের চোখে অপরাধী, ক্ষতিকারক মানুষকে করে প্রবল পীড়ন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গণপিটুনির শিকার হন দুর্বল, অসহায় মানুষ। তাঁহাদের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীন, নারী, শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী, ভিখিরি রইয়াছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অতি তুচ্ছ কারণে গণপিটুনির ঘটনাগুলি ঘটে। চোর সন্দেহে, ডাইনি সন্দেহে, ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রগুলোতে চোখ রাখিলেই দেখা যায়। এই খবরগুলি এতটাই গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে যে, এই মৃত্যুগুলো আমাদের আর আলাদা ভাবে ভাবায় না। খোঁজ নিলে দেখা যাইবে, এই নিহত মানুষগুলির মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষ অপরাধ কর্মের সঙ্গে জড়িত, বেশিরভাগই হয়তো নিরাপরাধ।

গণপিটুনির নেপথ্যে প্রধান যে বিষয়গুলি কাজ করে তাহা হল গুজব ও কুসংস্কার। গুজব ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করিয়া ও সেই আতঙ্ক থেকেই গণপিটুনির ঘটনাগুলি ঘটে। ছেলেধরা গুজবে বহু মানুষের প্রাণ গিয়াছে। অজ্ঞাতপরিচয় কোনও ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করিতে দেখিলেই মানুষের মনে সন্দেহের বীজাণুরা বাসা বাঁধে। সেই মানুষটির কথাবার্তা অসংলগ্ন বলে মনে হইলে জনগণ ধরিয়াই নেয় মানুষটি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ও তার সমুচিত শাস্তি পাওয়া উচিত। তাই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে জনগণ নিজের হাতে আইন তুলিয়া নেয় ও পিটিয়ে হত্যা করে মানুষটিকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষটি মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা শিক্ষিত মানুষের কূট প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের ক্ষেত্রেও গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। বর্তমানে যুক্ত হইয়াছে ধর্ম রক্ষার জন্য গণপিটুনি। ভারতে গত চার পাঁচ বছরে গণপিটুনির যে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার বেশিরভাগই ঘটিয়াছে গোরক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া। কোথাও গোমাংস ভক্ষণকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মরক্ষকেরা গণপিটুনিতে বিধর্মীকে হত্যা করিয়া হাতের রক্ত মুছিয়াছে সমাজের গায়ে, আবার কোথাও গরু পাচারকে কেন্দ্র করিয়া পাচারকারীকে পিটাইয়া মারিয়া নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন কবিতেছে ধর্মের ধ্বজাধারীরা।

এগুলোর মধ্যে কোনও ক্ষেত্রেই সম্মিলিত হত্যাকারীরা কোনও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়নি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে গিয়া পিটিয়া খুনের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলিতেছে। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করিতে না পারিলে সমাজ ব্যবস্থা আরও ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। আইন হাতে তুলিয়া নিবার প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনকও বটে। গণপিটানির অভিশাপ হইতে সমাজ ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে সকলকে আগাইয়া আসিতে হইবে।

## তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত মাথাভাঙা

মাথাভাঙা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত কোচবিহারের মাথাভাঙা। সোমবার সন্ধে থেকে শুরু হয় দু'পক্ষের গণ্ডগোল। রাতভর চলে বোমাবাজি। মঙ্গলবার সকালেও গোটা এলাকা থমথমে। মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধে বেলা জাতীয় নাগরিকপঞ্জিকরণ তথা এনআরসি-র প্রতিবাদে মাথাভাঙায় পথসভা করছিল তৃণমূল। অভিযোগ, সেই সভা থেকেই তৃণমূলের কর্মীরা হামলা চালায় বিজেপি কর্মীদের উপর। আহত হয়ে হাসপাতালে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী। এরপর পাল্টা শুরু করে বিজেপি। সারা রাত ধরে চলে দু'পক্ষের বোমাবাজি। তৃণমূল-বিজেপি দু'দলই দু'দলের বিরুদ্ধে প্রথমে হামলা চালানোর অভিযোগ তুলেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা এলাকা থমথমে। ডাকগরা এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপি-র বিরুদ্ধে তৃণমূলের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী। বন্ধ দোকানপাট। কার্যত বনধের ছবি গোটা এলাকায়।

## সোনিয়ার সঙ্গে বুধবার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের তিন কংগ্রেস নেতা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দলকে ফের চাঙ্গা করার লড়াইয়ে নামছেন সোনিয়া গান্ধী। গান্ধী জয়ন্তীকে সামনে রেখে বিরোধী সমাবেশের ভাবনা তাঁর। আগামী বুধবার তাঁর ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যের তিন শীর্ষ কংগ্রেস নেতা। ফের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে প্রথমবারের জন্য সব রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বসতে চলেছেন সোনিয়া গান্ধী। আগামী বুধবার দিল্লিতে ডাকা হয়েছে সব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতাকে। সূত্রের খবর, বাংলা থেকে যাচ্ছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র, কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা আব্দুল মান্নান এবং পদাধিকার বলে লোকসভার কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা তথা বাংলার বহরমপুরের সংসদ অধীর চৌধুরী। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র কাছে পুরোপুরি পর্যুদস্ত হওয়ার পর কিভাবে দলকে ফের দাঁড় করানো যায় সেই সব কৌশল ঠিক করতেই কংগ্রেস সভানেত্রী এই বৈঠক ডেকেছেন বলে খবর। পুজোর মরসুমের পর ফের রাজ্যে রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামতে চলেছে কংগ্রেস। সেটা নিয়েও আলোচনা হবে আগামী পরশুর বৈঠকে। প্রতি রাজ্যকে আলাদা করে সময় দেবেন সোনিয়া গান্ধী।তবে, বিশেষ নজর থাকবে বাংলায়। কারণ, আগামী নভেম্বরে এই রাজ্যের তিন বিধানসভা কেন্দ্রের আসনে উপ-নির্বাচন। যদিও বামেদের সঙ্গে জোট চূড়ান্ত, তার আগে বৈঠকে সেই নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা হতে পারে বলেই সূত্রের খবর।

## নিম্নচাপের ভ্রুকূটি, বুধবার থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের নিম্নচাপের ভ্রুকূটিঊ সৌজন্যে বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টি নামতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ঊ কলকাতা সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়াও হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ দক্ষিণবঙ্গ ছাড়াও উত্তরবঙ্গেও বুধবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ দুর্গোতেবের খুব বেশি দিন আর সময় নেইঊ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মণ্ডপ বাঁধার কাজ চলছে জোরকদমেঊ প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎ শিল্পীরাওঊ এমতাবস্থায় বৃষ্টির পূর্বাভাস চিন্তায় ফেলল পুজো মণ্ডপ কমিটিগুলিকেঊ মাথায় হাত মৃৎ শিল্পীদেরও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, মধ্যপ্রদেশে অবস্থান করছে নিম্নচাপঊ যা পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘার উপর বিস্তৃত রয়েছেঊ এর ফলে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে।

# কাশ্মীর ঃ সেকাল থেকে একাল

শান্তনু রায়

বারমুলার পথে পাথরের গায়ে একটা পাইন কাঠের ফলক আছে। তাতে ইংরেজিতে যা লেখা আছে তার বাংলা অনুবাদ করলে হয় "ভারতের সেইসব বীর সৈন্যদের কথা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে। তাঁরা কাশ্মীরের স্বাধীনতা রক্ষায় এইখানে হানাদার রুখে দিয়েছিলেন। তাঁরা শহিদ হয়ো করেছিলেন এই উপত্যকার হিন্দু-মুসলমান জনগণকে"। উদ্ধৃতিটি যাযাবরের 'ঝিলম নদীর তীর থেকে'।

পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই কাশ্মীর উপত্যকা নিজের দখলে আনার উদ্দেশ্যেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, রাতের অন্ধকারে ভারত-পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া স্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথমে হানাদার পাঠিয়েছিল ১৯৪৭ এর অক্টোবরে স্থিতাবস্থা নষ্ট করে বলপূর্বক দখলে আনতে, কিন্তু বিপদ আঁচ করে মহারাজা হরি সিং ভারতে যোগদান করলে পরিকল্পনা বানচাল হওয়ায় পাক বাহিনী কাশ্মীরের সীমান্ত অতিক্রম করে আক্রমণ করলে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের সূচনা, যা গড়ায় ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এ হয়ত আজ সুবিদিত।

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রামাণ্য কাগদপত্রাদি থেকে একথাও পরিষ্কার যে, ২২ অক্টোবরে হানাদারদের কাশ্মীরে প্রবেশ করে আক্রমণ করার আগে পর্যন্ত ভারত সরকারের কাশ্মীর নিয়ে বিশেষ কোন পরিকল্পনা ছিল না। বরং মহারাজাকে চাপ দেওয়া বা প্রভাবিত করা দূরের থাক তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল ভারতের পক্ষে যে যদি সে দেশিয় রাজ্যটি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলেও ভারতের কোন আপত্তি থাকবে না। মহারাজা নিজেই সেপ্টেম্বরের কোন একমসয় সিদ্ধান্ত প্রথম নিয়েছিলেন যে, কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে কিন্তু নেহরু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ নেহরু মনে করতেন যে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর যুক্ত হওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম হওয়া। মহারাজাও সংযুক্তির ব্যাপারে দেরি করছিলেন কারণ তাঁর মনে নেহরু ও তার বন্ধু শেখ আবদুল্লার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না বরং এক অবিশ্বাস ছিল পূর্বতম 'কুইট কাশ্মীর' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং নেহরু পরমপ্রিয় শেখ আবদুল্লার ক্ষমতাপ্রাপ্তি হবে। নেহরু ও কিন্তু শেখ আবদুল্লার এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের জেল থেকে মুক্তি দেবার এবং নির্বাচন আনুষ্ঠানের জন্য রাজা হরি সিং এর উপর যতখানি সম্ভব চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন বনধু শেখ আবদুল্লাকে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে। পাকিস্তান শ্রীনগরের উদ্দেশে হানাদার পাঠিয়ে চাপ সৃষ্টি করার প্রাক মুহূর্তে ২১ অক্টোবর নেহরু এম সি মহাজনকে লিখেছেন- In view og all the circumstnces I feel it will probably be undesirable to make any declaration of adhesion to the Indian Union at this stage. This should come later when a popular interim Govt is functioning. I need not tell you about the urgency of the situation and the danger inherent in it. যদিও ইনডিপেন্ডন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী কাশ্মীরের শাসক হিসেবে একমাত্র মহারাজা হরি সিং এরই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল ভারত অথবা পাকিস্তান কেন ডেমিনিয়নের সঙ্গে কাশ্মীর যুক্ত হবে, সেক্ষেত্রে সে রাজ্যের অধিবাসীদের বা রাজনৈতিক দলের মতামত যাচাই বা গ্রহণের কোন বিধান ঐ আইনে ছিল না। এবং বল্লভভাই প্যাটেলও মনে করতেন যে, একবার মহারাজা মনস্থির করলে পর ভারতভুক্তির প্রশ্নে জনমত যাচাই-এর প্রয়োজন কম গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এ সময়ে জিন্নার পাকিস্তান অধীর হয়ে উঠল, যে কোন ভাবে হোক ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাশ্মীর উপত্যকায় দখল কায়েম করতে হবে। তখন কাশ্মীরের সঙ্গে বর্হিজগতের যোগাযোগের সব পথই ছিল পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে। জম্মু ও শিয়ালকোটের মধ্য দিয়ে ছিল রেল ও সড়ক যোগাযোগ। শ্রীনগর ও রাওয়ালপিণ্ডির মধ্যেও ছিল মোটরপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা। এই পথেই চলত জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যবসা-বাণিজ্য। রাওয়ালপিণ্ডির বাজার থেকে এ পথেই আসত কাশ্মীরের জন্য নুন, চিনি, আটা কেরোসিন, পেট্রোল থেকে আরম্ভ করে মায় জামাকাপড় ও অন্যান্য সামগ্রীও। মহম্মদ আলি জিন্না এর বছর কয়েক আগে কাশ্মীরের বারমুলায় এসে এক সভায় বলেছিলেন---কাশ্মীবি মুসলমানেরা এক হোক..........। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে থাকা বারমুলার বিশিষ্ট নেতা মকবুল শেরোয়ানী উঠে দাঁড়ি যে বলেছিলেন--- এক হোক তবে শুধু মুসলমান নয়, এক হোক হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি, খ্রিস্টানও---এক হোক কাশ্মীরের সমস্ত জনগণ। জিন্নার কথার প্রতিবাদে বলেছিলেন---হিন্দুরা মানুষ, মুসলমানের ভাই। জিন্নার সঙ্গে এই প্রকাশ্যে তর্কে যাওয়ার 'অপরাধে'র শাস্তি সেদিনই হয়ত নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, পরিবর্তীকালে শেরওয়ানীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল হানাদারদের সম্মিলিত গুলিতে। সেই কায়দে আজম জিন্না পাকিস্তানের তখতে বসেই কাশ্মীরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনামাফিক রুদ্ধ করে দিলেন ভাতে মারার উদ্দেশ্যে। এ অবস্থায় নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে ধুঁকতে লাগল গোটা রাজ্য। অসন্তোষের আবহে এজেন্টদের মারফৎ কাশ্মীর মুসলমানদের উত্তেজিত করার চেষ্টাও চলতে লাগল ডোগরা মহারাজার বিরুদ্ধে। এদিকে তখতে বসতে ব্যগ্র শেখ আবদুল্লা তখন ঘোলা জলে মাচ ধরতে ব্যস্ত। পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্রও পাচার হয়ে আসতে লাগল।

ইতিহাস বলে কাশ্মীরে মহারাজা হরি সিং এর ডোগার শাসন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মত স্বৈরতান্ত্রিক ছিল না সাম্প্রদায়িক তো নয়ই। এও ঘটনা যে, সে সময়ে সারা উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা থাকলেও ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক পর্যন্ত কাশ্মীরের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন পারস্পরিক বৈরিতা ছিল না এবং জম্মুতে দু-একটি রাজ্যে কোথাও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। মহারাজা হরি সিং এর বিরুদ্ধে কাশ্মীরের কোথাও কোন স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহের পরিস্থিতিও উদ্ভব হয়নি অন্তত সেই স্পেটেম্বরের শেষ পর্যন্ত। যদিও আগস্টের শেষে এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানের উসকানিতে পুঞ্চ এলাকায় কিছু গোলযোগ হয়েছিল।

২২ অক্টোবর পাকিস্তানের উসকানি ও সহযোগিতায় উপজাতীয় হানাদাররা সীমান্ত অতিক্রম করে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে থাকে। কাশ্মীর সেনাদলের চতুর্থ ব্যাটালিয়ানের অধিপতি কর্নেল নারায়ণ সিং নিহত হলেন নিজের তাঁরর মধ্যে নিজের সৈন্যদলের মুসলিম শান্ত্রীর দ্বারা।

হানাদাররা যখন শ্রীনগর শহর থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার মত দূরে তখন শ্রীনগরের সেনা ক্যাম্পে শ'দেড়েক হিন্দু সৈন্য নিয়ে, মুসলমান সৈন্যের হানাদারদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছিল। বিগ্রেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং গেলেন হানাদার রুখতে। জীবনের শেষ যুদ্ধ অসম যুদ্ধ। বিপক্ষে অটোমেটিক রাইফেল সজ্জিত প্রায় দেড় হাজার শত্রুসৈন্য। এই অসম যুদ্ধে দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা বীরের মত যুদ্ধ করেছিলেন প্রধান সেনাপতি ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং এবং তাঁর সাথীরা, কিন্তু তারপর নিঃশেষে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। এ দুঃ সংবাদ শ্রীনগরে পৌঁছলে দোকানপাট সব ভয়ে বন্ধ হয়ে গেল, যে কোন সময় পাকিস্তানী হানাদারের এসে লুঠতরাজ শুরু করে দেবে। হঠাৎ শ্রীনগরের সব আলো নিবে গেল সে সন্ধ্যায়, কারণ শত্রুরা মহুরা গ্রাম দখল করে নিয়েছে, যেখানকার ঝরণার জলে চালিত হয় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবারহ করা হত শ্রীনগরে। সেটা ২৫ অক্টোবর।

ভীত সন্ত্রস্ত হরি সিং দেওয়ানের পরামর্শে বাধ্য হয়ে যোগাযোগ করলেন দিল্লিতে বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে। প্যাটেল তৎক্ষণাৎ সৈন্য পঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আপত্তি, বৈধ আপত্তি, তুললেন মাউন্টব্যাটেন। কারণ মহারাজা ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশনে স্বাক্ষর করে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি না করা পর্যন্ত সৈন্য পাঠান উচিত হবে না। তখন শ্রীনগর যায় যায়, শহরের ২৬ কিলোমিটারের মধ্যে হানাদাররা পৌঁছে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে মাউন্টব্যাটেনের আপত্তির কারণ শুনে মহারাজা হরি সিং সঙ্গে সঙ্গে ইন্টট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেসন এ স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিলেন ২৬ অক্টোবর। আইন অনুসারে কাশ্মীর হয়ে গেল ভারতের অংশ।

কিন্তু তখন জম্মুর সঙ্গ সড়ক পথে যাতায়াত দুঃসাধ্য ছিল। গাড়িতে করে শ্রীনগর সেনা পৌঁছনোর আগেই শ্রীনগর হানাদারদের দখলে চলে যাবে আশঙ্কায় শ্রীনগর মহারাজার নিজস্ব বিমান ওঠানামার জন্য নির্মিত বিমানঘাঁটিতেই ২৭ অক্টোবর সকালে ১ নং শিখ ব্যাটেলিয়ানের লেঃ কর্নেল দেওয়ান রণজিৎ রাই -এর নেতৃত্বে তিনটে ডাকোটা বিমানে কোনরকমে জায়গা হয় এমন কিছু সেনা শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে অনেক উৎকাণ্ঠা অনিশ্চয়তার অবসানে নিরাপদে অবতরণ করল। প্রথমেই বিমানঘাঁটির দখল সুনিশ্চিত করে শ্রীনগর রক্ষায় বারমুলার দিকে অগ্রসর হল ভাড়া করা গাড়ি, লরি ইত্যাদি করে। শ্রীনগর রক্ষা পেল কিন্তু শহরকে রক্ষায় প্রাণ দিলেন ৩৪ বছরের কর্নেল রাই, যার রক্তে রঞ্জিত হল বারমুলার মাইল দুই আগের ছোট্ট পাহাড়ের চূড়া, মাতৃভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষায়। শহীদদের রক্ত হয়ত মিশেছিল দু'শো গজ দূরের ঝিলমের জলের ও। মুক্ত হল বারমুলা।

কিন্তু এর আগেই হানাদারদের হাতে নিহত নির্যাতিত হতে হয় বারমুলার অনেক সাধারণ মানুষকেও। সেই মকবুল শেরোয়ানি, যিনি জিন্নার মুখে মুখে তর্ক করে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়েছিলেন তাঁকে হানাদাররা এবারে বেঁধে নিয়ে এসে বলল শীঘ্রই তারা শ্রীনগর দখল করবে, তাদের দলে যোগ দিয়ে সাহায্য করতে। শেরোয়ানী বললেন---আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়া কাশ্মীরের প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য। তোমরা দস্যু নিপাত যাও। এতে ক্রুদ্ধ সর্দারের নির্দেশে শেরোয়ানীর হাতে হাতকড়ি, পারে বেড়ি বেঁধে চৌরাস্তার মোড়ে নিয়ে গিয়ে চলল পিঠে চাবুকের বাড়ি। কেটে রক্ত পড়তে লাগল সারা শরীর থেকে। তখনো সর্দারের লোকেরা বলছে বলো পাকিস্তান জিন্দাবাদ। ক্ষীণ কণ্ঠে অতিকষ্টে শেরোয়ানী উচ্চারণ করতে পারলেন—কাশ্মীর জিন্দাবাদ, মেরি পেযারি কাশ্মীর-কাশ্মীর বেঁচে থাক, আমার সাধের কাশ্মীর মুহূর্তে তিনদিক থেকে তিনটে গুলি এসে লাগল মাথায়।

এবিধ অন্য কাহিনি। তখন খ্রিস্টান মিশনারিদের আশ্রম ছিল বারমুলায়, নাম তার প্রেসেটেশান কনভেন্ট। বহু বৎসর পূর্বে এক ইংরেজ মহিলা রোমান ক্যাথলিক সিস্টার নিজের সামান্য সম্বলটুকু দিয়ে এ আশ্রম স্থাপন করেছিলেন দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে। বারমুলায় হানাদার আক্রমণের সময় সুপিরিয়র তাঁর স্বাভাবিক ধারণা ছিল সাধুদের কনভেন্ট আশ্রমের উপর হয়ত হানাদের আক্রমণ হবে না। কিন্তু এক পড়ন্ত বিকেল হানাদাররা আক্রমণ করল সেই কনভেন্ট। এর অতিথিশালায় তখন কয়েকজন বিদেশির মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ লেঃ কর্নেল ডাইকস ও তাঁর স্ত্রী। বিপদ বুঝে ডাইকস নিজের বন্দুক নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কিন্তু জড়তাগ্রস্ত হাতে বন্দুক তুলে তাক করার আগেই হানাদারদের গুলিতে প্রাণ হারালেন। আর তাঁর স্ত্রী মিসেস ডাইকসের কি হল এরপর। ভীরু খরগোশের উপর একপাল হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হানাদারদের দল। তাঁর আর্তনাদের ক্ষীণ আওয়াজ যেন ভেসে এল একবার তারপর সব চুব। দু'দিন বাদে তাঁর সম্পূর্ণ নগ্ন দেহটা পাওয়া গেল এক কুয়োর মধ্যে। হত্যাকারী হানাদারেরা তাঁর গায়ের সামান্যতম কাপড়টুকুও রেখে যায়নি।

আর সহকারি মাদার সুপিরিয়র সিস্টার টেরেসেলীন কনভেন্টের উপাসনার স্থানটি হানাদারদের আক্রমণের অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কায় প্রহরীর মতো একা দাঁড়িয়েছিলেন মন্দিরের দুয়ারে। হানাদারদের গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। শুভ্র পাষাণে সেদিন অঙ্কিত হল রক্তের অলিম্পন।

পাকিহাহিনীর সহায়তায় হানাদারদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে এই যে আক্রমণ, লুঠতরাজ তাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল স্বয়ং কায়দে আজম জিন্নার। এবং ভারতীয় সেনারা হানাদারদের হাত থকে কাশ্মীরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সরাসরি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যে যুদ্ধ চলে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, নেহরু আপন অদূরদর্শিতায় আকস্মিকভাবে একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘটিয়ে ব্যাপারটা রাষ্ট্রপুঞ্জে নিয়ে যায়। যুদ্ধের অব্যাহিত পরে লাহোরে বৈঠকে জিন্না মাউন্টব্যাটেনের কাছে প্রকাশ করেই ফেলেছিলেন--- কাশ্মীরের ভারতভুক্তি আমরা কেন কালেই মানব না। সেখানে মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্নের উত্তরে জিন্না যা বলেছিলেন তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে সেই বাইশে অক্টোবর কাশ্মীরে মুজাহিদের ছদ্মবেশে হানাদার প্রেরণ করে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা পাকিস্তানের মস্তিষ্কপ্রসুত এবং সহায়তাপুষ্ট।

সেই থেকে কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ বলপূর্বক পাকিস্তানের দখলে, যেখানে গণতন্ত্রের ছিটোফোঁটা ও নেই বং যেখান থেকে পাক প্ররোচনা ও আর্থিক ও সামরিক মদতে উপত্যকায় চলছে ক্রমাগত সন্ত্রাসাবাদী কার্যকলাপে হত্যালীলা ও সাদরাণ মানুষেরও ক্ষয়ক্ষতি। নয়ের দশকে উপত্যকা থেকে কয়েক লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভয় দেখিযে বিতাড়ন করা হয়েছে। এই উদ্বাস্তু পণ্ডিতেরাও আজ এক সমস্যা। গত সাত দশকে কমপক্ষে অন্তত তিন তিনবার সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে দু'দেশের মধ্যে। সীমান্ত সংঘর্ষ তো প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। আবার একাধিকবার বৈঠক হয়েছে চুক্তি হয়েছে,কিন্তু পাকিস্তানের মনোভাব পরিবর্তিত হয়নি। ঐ যে কায়দে আজম বলেছিলেন---কাশ্মীর আমার চাই, তাই কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের অন্যায্য, অসঙ্গত বেআইনি দাবি এই উপমাহাদেশের শান্তির প্রকতিবন্ধক হয় দাঁড়িয়েছে।

প্রসঙ্গত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে মদত দেওয়ার অভিযোগ ইউ এ পি এ আইনে অভিযুক্ত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেত্রী যিনি গতবছর মার্চে শ্রীনগর পাকিস্তান পতাকা উত্তোলন করে এবং পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে পাকিস্তানের জাতীয় দিবস পালন করেন, সেই আসিয়া আন্দ্রাবির সাম্প্রতিক স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, বিদেশ থেকে অনুদানের নামে যে অর্থ তিনি সংগ্রহ করেন, তা দিয়ে মুসলিম মহিলাদের মাধ্যমে উপত্যকায় অশান্তি ছড়ায় তাঁর সংগঠন দুখতারন-ই-মিলাত এবং পাকিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী লস্করই-তইবার প্রধানা হাফিজ সইদের ঘনিষ্ঠ এক কাশ্মীরি ব্যবসায়ির মাধ্যমে বিদেশ তেকে তিনি টাকা সংগ্রহ করেন, যে টাকায় তারছেলে মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা করে।

শুধু আসিয়া নন, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী অন্যান্য নেতারাও একদিকে এদেশের সরকারের কাছে থেকে দিনের পর দিন নিরাপত্তা সুবিধা নিচ্ছেন এবং বিদেশ থেকে পাওয়া টাকায় তাদের ছেলে মেয়েরাও বিদেশে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ পাকিস্তানের অর্থ সাহায্য নিয়ে এরা একদিকে কাশ্মীরের জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে উত্তেজিত করে দেশ বিরোধী কাজে লিপ্ত করছে আর অন্যদিকে নিজেদের সন্তানদের নিশ্চিন্ত নিরাপদে বিদেশে ব্যয় বহুল শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করছেন। এদের মুখোশ এর পর্দা ফাঁস হচ্ছে ক্রমশ।

এখন এও জানা যাচেছে যে, কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর দিকে পাথর নিক্ষেপকারীরা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট (আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তও)। এমতাবস্থায় আগস্টের প্রথম সোমবার মোদি সরকারের এক ঐতিহাসিক এ সাহসী সিদ্ধান্তে কাশ্মীরের অবস্থার গুণগত এক পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং কাশ্মীর আজ এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।

সংবিদানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করে এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভেঙ্গে দিয়ে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাক দুটি কেন্দ্রীয়শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করে প্রস্তাবিত কাশ্মীর রাজ্য পুনর্গঠন বিলটি সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়ে, রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে আইনেও রূপান্তরিত হয়েছে। দুষ্ট ক্ষতের মত এই ধারাটি ভারতীয় সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল প্রধানত কাশ্মীরের ক্ষমতালোভী এক রাজনীতিকের আবদানে এবং তাঁর বন্ধু কশমতাধর এক ভারতীয় রাজনীতিকের অদূরদর্শিতাজনিত প্রশ্রয়ে এবং এতদিন বজায় ছিল ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৌজন্যে। এই ধারায় সুবিধা কুক্ষিগত করেছিল কাশ্মীরের গুটিকয় পরিবার। মনে রাখতে হবে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির দলিলে এমন কোন বিশেষ সংস্থান ছিল না। নেহরুর সৌজন্যে শেখ আবদুল্লা তখতে বসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, দাবি করলেন পৃথক সংবিধান, পৃথক পতাকা এবং ভারতবর্ষের অন্য অংশের মানুষ যাতে সেখানে জমি কিনে বসবাস করতে না পারেন সে জন্য বিধিব্যবস্থা। গণভোটের আগেই উপত্যকার মুসলিমরা পাকিস্তানের দিকে চলে যাবে, এই ধুয়ো তুলে পরবর্তীকালে শেখ আবদুল্লা ড. আম্বেদকরের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বন্ধু নেহরুকে দিয়ে ৩৭০ ধারা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করান, যদিও তা রাষ্ট্রপতির আদেশে বাতিলযোগ্য এক সম্পূর্ণ অস্থায়ী বিধান হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল।

এই অন্যায্য বিধিটি বাতিলে ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণ, সামান্য ব্যতিক্রমী ব্যতীত, সরকারের পদক্ষেপকে সমর্থ করেছেন। এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রথমেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অভিধায় সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে।

যদিও লোকসভায় এ বিলটি নিয়ে বিতর্ককালে কংগ্রেসের সদ্য প্রাক্তন ও সদ্য ক্ষমতা প্রাপ্ত সভাপতিদ্বয় সরব না হলেও শতাব্দীপ্রাচীন এ দলের সংসদীয় নেতা বিলের বিরোধীতা করতে গিয়ে টেবিল চাপড়ে বলে ফেললেন, কাশ্মীর আন্তর্জাতিক সমস্যা, এ ব্যাপারে ভারত সরকার আলাপ আলোচনা না করে সিদ্ধান্ত নেয় কীভাবে। মস্তিষ্কহীনতার এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে। সাধারণভাবে ভারতের জনসাধারণ অনেকেই বিজেপি সমর্থক না হয়েও ৩৭০ ধারার এই অবলুপ্তি সাদরে গ্রহণ করেছে, এ ডি এর বাইরে থাকা অনেক রাজনৈতিক দলও---কেউ বা কৌশল হিসেবে ওয়াকআউট করে। উল্লেখ্য প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেসের একাধিক সাংসদ বিধায়ক—প্রবীণ জনার্দন দ্বিদেবী থেকে তরুণ জোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, দলের অনেক বিশিষ্ট নেতানেত্রীও এই বিলকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে সমর্থন করেছেন। প্রসঙ্গত মুম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি মিলিন্দ দেওরা ও ব্যাপারে দলের অবস্থানে তীব্র সমালোচনা করে যা বলেছেন তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত যাঁরা এতে হিন্দুত্ববাদের গন্ধ পাচ্ছেন তাঁদের পক্ষে। তাঁর মোদ্দ কথা-৩৭০ ধারা বিলুপ্তিকে বিবারেল বনাম রক্ষণশীলদের বিতর্কে পরিণত করায় দেশের বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। এই মুহূর্তে সব দলের উচিত অনৈতিক বিরোধীতা সরিয়ে রেখে জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে একতাবদ্ধ হওয়া। লক্ষ্যণীয় এঁরা কেউ দল ত্যাগ করেননি, দলও এঁদের শোকজ বা বিতাড়ন করেনি, হয়ত অসুমগ্র হিমালচলের জনভাবাবেগ মাথায় রেখে। এ দলেরই মুখ্যসচেতক ভুবনেশ্বর কলিতা তো এ ব্যাপারে দলের অবস্থানের প্রতিবাদে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। অন্যদিকে বিশিষ্ট সংবিদান বিশেষজ্ঞ ও আইনবিশারদদের অভিমত সরকারের এই পদক্ষেপ আদৌ অসাংবিধানিক নয়।

তবু যাঁরা এই ধারাটি বিলুপ্তিতে চক্রান্তের গন্ধ খুঁজে চলেছেন বা যাঁরা এটি হিন্দুত্ববাদীদের এক অপকর্ম বলে বক্তৃতায় ও পত্রপত্রিকায় গাল পাড়ছেন, তাঁরা শুধু সত্যের অপলাপ করছেন না, বালিতে মুখ গুজে ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। এঁরা কাশ্মীরের জনগণের কোন উপকার করছেন না বরং কাশ্মীরের রাজনীতিতে কিছু ধান্দবাজ পরিবারের ব্রিফ নিয়েছেন। এঁদের কারও বক্তব্যেই পরিস্ফুট নয়, এই ধারা গত প্রায় সত্তর বছর বলবৎ থাকলেও কাশ্মীরের সাদারণ মানুষের ঠিক কী উপকার হয়েছে না থাকাতেই বা কি ক্ষতি হবে কয়েকটি সুবিধাভোগী পরিবার এবং পাকিস্তান ও তার মদতপুষ্ট কতিপয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী ছাড়া। নিঃশন্দেহ কাশ্মীরে আজ এক অস্বাভাবিক অবস্থা। তবে অতীতেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরে ডাকা মাসাধিকালের বনধে দুর্ভোগ অচলাবস্থার শিকার হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকা।

মনে রাখতে হবে, নেহরুর সৌজন্যে কাশ্মীরের গদিতে বসলেও অচিরেই নিজের স্বরূপে ভারতবিরোধী কার্যকলাপ আরম্ভ করায় শেখ আবদুল্লাকে নেহরুর আমলেই ১৯৫৩ সালে গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় একদশক জেলে কাটাতে হয়। ভবিষ্যতের সন্ত্রাসমুক্ত এবং সামগ্রিক উন্নয়নে সামিল হওয়া স্বাভাবিক কাশ্মীর গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারি পদক্ষেপ, এর জন্যে বর্তমান অসুবিধা সাময়িক বলে আশা করা যায়। কিন্তু কাশ্মীরের এই সিন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে কোন ভ্রান্ত পদক্ষেপ বা দ্বিচারিতা ভবিষ্যৎ ইতিহাস এবং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে না।

শেষ করার আগে আবার মনে পড়ে গেল ঝিলম নদীর তীর এর অংশবিশেষ-

কাশ্মীরের আছে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ। পাথরের মনুমেন্ট। তার চারদিকে কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। ইংরাজিতে কি লেখা আছে তা না পড়লেও চলে কারণ লেখাপড়া শেখেনি এমন এক অজ পাড়াগায়ের চাষি সেও জানে, এই স্মৃতিস্তম্ভটি কার জন্যে।

মাথা নীচু করে হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে "কর্নেল রায় বাবার থে। ওয়ে ওহি থে জিনহোনে হামকো বাঁচায়া" অর্থাৎ কর্নেল রায় মহাবীর ছিলেন। তিনিই তো আমাদের বাঁচিয়েছেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

## আগাম জলবায়ু অভিযোজন সমাধানের উপায় উদ্ভাবনে জরুরি পদপে গ্রহণের আহ্বান শেখ হাসিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, সরকার ও ব্যবসায়ীদের আগাম জলবায়ু অভিযোজন সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য জরুরি পদপে গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কোনও জাতির একার পে এটি করা সম্ভব নয়।প্রধানমন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী গৃহীত বেশ কিছু উদ্যোগের আবাসস্থল, যা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার লড়াইয়ে সম্মিলিতভাবে আমাদের টিকে থাকার জন্য একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মঙ্গলবার ঢাকা থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন'এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগ দিয়ে একথা বলেন।শেখ হাসিনা বলেন,কমিশনের একটি নতুন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, যদিও বাংলাদেশ অনেক পদপে নিয়েছে, তথাপি অনেক কাজ এখনো বাকী রয়ে গেছে।যে কারণে আমি ঢাকায় গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশনের নতুন কার্যালয় খুলতে দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এই নতুন অফিস বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের নতুন প্রচেষ্টা এবং ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এবং সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করবে এবং আমরা এখন পর্যন্ত যতটা সফলভাবে এই পথ অতিক্রম করেছি তা থেকে শিা লাভ করতে এটি সারা বিশ্বের জন্য ওয়েব পোর্টাল হিসেবে কাজ করবে,যোগ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন,সর্বোপরি, কোন জাতিই এটি একা করতে পারে না। েেত্র আমাদের সমগ্র বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।কমিশনের নেতৃত্ব প্রদান করছেন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি-মুন। বিল এবং মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কো-চেয়ার প্রযুক্তিবিদ বিল গেটস এবং বিশ্ব ব্যাংকের সিইও ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভাও কমিশনে রয়েছেন।

এ বছর জুলাই মাসে 'গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন'র প্রথম উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করেছিল বাংলাদেশ। বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ তথা রাজনিতিবিদ, ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে দু'দিন ব্যাপী এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।বান কি-মুন এবং ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা এই বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন।সফরকালীন তাঁরা স্বচে প্রত্য করেন, কি করে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে। তাঁদের সেই সফরের ফলেই গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকায় 'গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন' এর নতুন অফিস খোলা হচ্ছে।

গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন রিপোর্ট বিশ্বের ১০টিরও অধিক রাজধানী ও নগরী থেকে প্রকাশ করা হয়েছে, যার মূল শ্লোগান হচ্ছে 'অ্যাডাপ্ট আওয়ার ওয়ার্ল।রিপোর্টে বলা হয়েছে, জলবায়ুর প্রভাব ক্রমান্বয়ে সমগ্র বিশ্বের জনগণের জন্য জরুরী বাস্তবতা হিসেবে দেখা দিয়েছে, কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ২০৩০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যু উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ১০ কোটি জনগণকে দরিদ্র সীমার নীচে ঠেলে দেবে।রিপোর্টে একটি সুনির্দিষ্ট রূপকল্পের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে মূল অর্থনৈতিক েত্রসমূহকে আরো স্থিতিস্থাপক এবং উৎপানমুখী হিসেবে রূপান্তর ঘটানো যায়। কমিশন দেখেছে অভিযোজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক আয় করা সম্ভব। সর্বপরি এই আয়ের পরিমান উন্নত স্থিতিস্থাপকতার েত্রে বেশি, লাভের এই হার ২ অনুপাত ১ থেকে ১০ অনুপাত ১ পর্যন্ত বা েত্রে বিশেষে আরো বেশি।বিশ্লেষণে বলা জানানো হয়- ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাপী ৫টি স্থানে ২০২০ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ করলে এতে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার মোট মুনাফা অর্জিত হবে। এই ৫টি এলাকায় যে বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকবে তা হচ্ছে-আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো, উন্নত শুষ্ক-ভূমির অবকাঠামো, ম্যানগ্রোভ সুরা এবং পানি সম্পদকে অধিক স্থিতিস্থাপক করতে বিনিয়োগ- মূলত বিশ্বব্যাপী অভিযোজন প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে যা প্রয়োজন এগুলো তারই অংশ।

জলবায়ুর অভিযোজন 'ট্রিপল ইকোনমিক ডিভিডেন্ট'ও সরবরাহ করতে পারে, এটি ভবিষ্যতের য়-তি কমিয়ে আনে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক খাতে ইতিবাচক অগ্রগতি সাধন করে এবং অন্যান্য সামাজিক এবং পরিবেশগত মুনাফাও সরবরাহ করে।রিপোর্টে অভিযোজনের আহবান জানিয়ে সমাজে বিদ্যমান অসমতা দূর করা এবং অধিক সংখ্যক জনগণকে এর আওতাভূক্ত করা, বিশেষ করে সে সমস্ত জনগণেরা যারা জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবজনিত ঝুঁকির মুখে রয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা। বাস্তবতা হচ্ছে, যারা জলবায়ু পরবর্তনের শিকার হচ্ছে তারা মূলত এর জন্য দায়ী নয়, অভিযোজনকে একটি মানবিক এবং নৈতিক অপরিহার্য্য বিষয় করে তুলতে হবে।রিপোর্টের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশনের চেয়ারম্যান বান কি-মুন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কোন সীমানা রেখা রেখা নেই, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, যা কেবল মাত্র বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব।তিনি বলেন, 'এটি এখন ক্রমান্বয়ে পরিস্কার হচ্ছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ইতোমধ্যেই আমাদের পরিবেশে পরিবর্তন এসেছে এবং আমাদের এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। অভিভাষণ এবং অভিযোজন দু'টি একই সঙ্গে চলতে পারে। যেহেতু, এই দু'টি বিষয়ই প্যারিস জলবায়ু চুক্তির ভিত নির্মাণে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।তিনি যোগ করেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এবং একটি জলবায়ু স্থিতিস্থাপক বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য অভিযোজন প্রযোজ্য।

গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশনের সিইও প্যাট্রিক ভারকুইজেন বলেন, ইতোমধ্যেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এর তিকর প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমাদের জনগণের জীবন-জীবিকা রার জন্য সম্ভব সবকিছুই করতে হবে।

যাতে করে আমাদের বিশ্বকে আমরা ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শক্তিশালী এবং সুসজ্জিত করে তুলতে পারি।তিনি বলেন, অভিযোজন একাধারে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত মুনাফা-এই 'ট্রিপল ডিভিডেন্ট' সৃষ্টি করে।রিপোর্টে তিনটিেেত্র আমুল পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। যেগুলো হচ্ছে-বোধগম্যতা, পরিকল্পনা এবং অর্থায়ন। যাতে জলবায়ুর প্রভাব, ঝুঁকি এবং সমাধান-সকল প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণেরেেত্র সকল পর্যায়ে কার্যকরী হয়। রিপোর্টে আন্তঃসম্পর্ক যুক্ত ৭টি েত্রে যেমন-খাদ্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ, পানি, শহরাঞ্চল, অবকাঠামো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি এবং অর্থনীতি'র মতেেত্র এই বড় ধরনের পদ্ধতিগত পরিবর্তন কিভাবে প্রযুক্ত হবে তাও খুঁজে বের করা হয়।কমিশন ২০১৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে এই সম্পর্কে বেশ কিছু ঘোষণা প্রদান করবে এবং অন্যান্য কার্যবিধিও তুলে ধরবে। যেগুলো এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় রূপান্তরগুলোরেেত্র জাম্পস্টার্ট প্রযোজ্য। কিছুেেত্র এই

পদপেসমূহের বিদ্যমান উদ্যোগগুলোতে রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা জড়িত, অন্যান্যেেত্র তারা পরিবর্তনের জন্য নতুন জোট গঠনের দাবি করতে পারে।

২০১৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদন দপ্তরে অনুষ্ঠেয় এবং নেদারল্যান্ডের সরকার আয়োজিত অপর এক অনুষ্ঠানে কমিশন এক বছরের জন্য একটি 'ইয়ার অব অ্যাকশন' ঘোষণা করবে।

ইয়ার অব অ্যাকশন এরেেত্র অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে ২০২০ সালের অক্টোবরে নেদারল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় 'কাইমেট অ্যাডাপটেশন সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহন করা হবে।

## প্রধানমন্ত্রী সুষ্ঠু ভোট চেয়েছেন বলে আমি নির্বাচিত : বিএনপির সিরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট ডাকাতির অভিযোগ করলেও বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচনে সুষ্ঠু ভোট হয়েছে বলে দাবি করেছেন ওই আসনে দলটির সংসদ সদস্য জি এম সিরাজ।তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন বলে বগুড়ায় উপনির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, আর সে কারণে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।সোমবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে নতুন সংসদ সদস্য হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্যে জিএম সিরাজ একথা বলেন।

রেওয়াজ অনুযায়ী সংসদের প্রথম বৈঠকের পর কেউ নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দিলে তাকে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।৩০ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। নির্ধারিত সময়ে তিনি শপথ না নেওয়ায় ওই আসনটি শূন্য হয়। পরে এই আসন থেকে নির্বাচিত হন সিরাজ।সোমবার জিএম সিরাজকে সংসদে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য ৩ মিনিট সময় দেন স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। নির্ধারিত সময় শেষে তার মাইক বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিএনপির সাংসদেরা হইচই শুরু করেন। পরে স্পিকার তাকে আরও ১ মিনিট সময় দেন।

এ সময়ের মধ্যেও তার বক্তব্য শেষ না হলেও মাইক বন্ধ হয়ে যায়। তখন আবার বিএনপির সাংসদেরা হইচই শুরু করেন। জিএম সিরাজ মাইক ছাড়াই বক্তব্য দিতে থাকেন। স্পিকার বারবার তাকে থামানোর চেষ্টা করেন।

স্পিকার এ সময় জিএম সিরাজের উদ্দেশে বলেন, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনি শুভেচ্ছা বক্তব্য দিতে চেয়েছেন। প্রথমে ৩ মিনিট ও পরে আরও ১ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। পরে আরও বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাবেন।বক্তব্যে জি এম সিরাজ বলেন,৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিএনপি হারেনি, হেরেছে ১০ কোটি ভোটার, ১৬ কোটি মানুষ। সরকার চাইলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয়। প্রধানমন্ত্রী চেয়েছেন, আমি নির্বাচিত হয়েছি।কয়েকবারের সংসদ সদস্য সিরাজের এবারের সংসদে যোগ দেওয়ার প্রথম দিন রোববার সদ্যপ্রয়াত বিরোধীদলীয় নেতা এইচ এম এরশাদের জন্য শোক প্রস্তাবের উপর আলোচনা ও তা পাস হওয়ার পর মুলতবি হয়ে গিয়েছিল।সিরাজ বলেন,এখন সংসদে আর আগের মতো জৌলুস নেই।

তার বক্তব্যের পর জাতীয় পার্টির পীর ফজলুর রহমান বলেন,বিএনপির সংসদ সদস্য শোক প্রস্তাবকে বলছেন জৌলুসহীন। যেদিন এক টাকায় বাড়ি দিয়েছিলেন, সেদিন সংসদের জৌলুস ছিল।দুর্নীতি তদন্তে কমিটি গঠনের দাবি জানিয়ে পীর ফজলুর বলেন, প্রতিষ্ঠানিক দুর্নীতি ও অনিয়মগুলো সরকারের অর্জনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে। একের পর একেক ঘটনা আসছে জাতির সামনে। দুর্নীতি হয়ে গেছে একটি হাস্যরসের বিষয়। অদ্ভুত ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে।৫ হাজার ৫'শ টাকার বই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কিনেছে ৮৫ হাজার ৫ টাকায়। পুকুর খনন শিখতে বিদেশে যাবেন ১৬ জন কর্মকর্তা। এজন্য ব্যয় ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। রূপপুরের বালিশকে তোশকের নিচে নিয়ে গেছে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটি পর্দা কেনার ঘটনা। একটি পর্দার দাম ধরা হয়েছে ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা।এই রকম কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরেন তিনি।

পরে বিএনপির হারুনুর রশীদ বলেন,আমরা চরম উদ্বেগে আছি। সারাদেশে ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধের কার্যকর পদপে ঘোষণার মধ্যেই আছে। ইতোমধ্যে শত শত কোটি টাকা লোপাট হয়ে গেছে। অকার্যকর ওষুধ ছিটিয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে আসেনি। জেলা উপজেলায় জনবল সঙ্কটে রোগীদের সেবা দিতে স্বাস্থ্য বিভাগ হিমশিম খাচ্ছে।কুরবানির পশুর চামড়া মানুষ মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। মন্ত্রী বলেছেন, বিএনপির নেতারা নাকি চামড়া কিনে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। এ ধরনের বক্তব্য মানুষের মধ্যে কী দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করবে, জানি না।হারুন বলেন,সব ধরনের দুধে সিসা পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন দুধ নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মানুষ বিক্রি করতে না পেরে দুধ মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। এসব আলামত ভালো নয়।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এনজিওকর্মী প্রিয়া সাহার নালিশের বিষয় ধরে তিনি বলেন, হু ইজ প্রিয়া সাহা। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আছেন। উত্তর দিতে হবে আপনাকে। এই সংসদে বিবৃতি দিতে হবে। প্রিয়া সাহা কীভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছাল। সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের বক্তব্য দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে রাষ্ট্রের থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাইনি। এ ব্যাপারে আমাদের সজিব ওয়াজেদ জয় একটি বিবৃতি দিয়েছেন। প্রিয়ার মিথ্যার দাবির পেছনে মার্কিন দূতাবাসের দুরভিসন্ধি রয়েছে।

## জিয়ার আইনেই হাসিনা আ.লীগের সভানেত্রী : রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। আওয়ামী লীগকে 'মিথ্যার কোম্পানি' হিসেবে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনাকে তার চেয়ারম্যান বলেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।আশুরা উপলে দলের মঙ্গলবার নয়া পল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মঙ্গলবার দোয়া মাহফিলের আগে আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন,আওয়ামী লীগ একটি মিথ্যার কোম্পানি। সেই কোম্পানির বিজ্ঞাপনী ম্যানেজার সেজেছেন ওবায়দুল কাদের ও সহকারী বিজ্ঞাপনী ম্যানেজার হচ্ছেন তাদের তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। এই মিথ্যা কোম্পানির চেয়ারম্যান স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী।

গত রোববার সংসদ অধিবেশনে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে নিয়ে দেওয়া শেখ হাসিনার বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, আপনার প্রতিটি পদপে হচ্ছে হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো আর কুৎসা রটানো। আপনি যে আজকে আওয়ামী সভানেত্রী, এটা তো জিয়াউর রহমানের দান।আপনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী থাকতে পারতেন না যদি সেদিন রাষ্ট্রপতি পদে থেকে জিয়াউর রহমান আইন করেছিলেন 'পিপলস পলিটিক্যাল পার্টি রেগুলেশন'। সেখানে দরখাস্ত করে আওয়ামী লীগ বাকশাল থেকে নতুন করে আওয়ামী লীগ হল। সেই আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আপনি। আর আপনি বলেন, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি এটি নাকি অবৈধ ছিল।জিয়াউর রহমান ও এইচএম এরশাদের মতা দখলকে অবৈধ ঘোষণা করে আদালতের রায়ের কথা তুলে ধরে গত রোববার সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাদের রাষ্ট্রপতি হিসেবে উল্লেখ করা বৈধ নয়'।রিজভী বলেন,এই দেশের মালিক জনগণ। তারা বুঝতে পারছে তাদের ভোটাধিকার, তাদের কথা বলার স্বাধীনতা, তাদের খবরের কাগজ পড়ার স্বাধীনতা, তাদের চলাচলের স্বাধীনতা- এটা হরণ করেছে আওয়ামী লীগের এই ডাকাত সরকার। শেখ হাসিনাকে বললে তো এটা অস্বীকার করবেন। এটা স্বাভাবিক, কারণ তারা নিজেরাই ডাকাতি করছে। তারা যে ডাকাতি করছে, তারা যে গণতন্ত্র হত্যা করছে, তারা কি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলবে? কখনই বলবে না।কারণ জিয়াউর রহমানকে স্বীকৃতি দিলে তারা যে হত্যাকারী- এটা তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেজন্য তারা এসব মিথ্যা কথা বলেন। বাকশাল করেছিল কে, গণতন্ত্র হত্যা করেছিল কে, সংবাদপত্র বন্ধ করেছিল কে, কথা বলার স্বাধীনতা বন্ধ করেছিল কে, রাজনৈতিক দলগুলোকে বন্ধ করেছিল কে? এসমস্ত হত্যাকারী এই আওয়ামী লীগ। তারাই বাকশাল করে এসব বন্ধ করেছিল।

বিএনপির উদ্যোগে এই দোয়া ও আলোচনা সভা হয়। এতে জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফেরাত, কারাবন্দি অসুস্থ খালেদা জিয়া ও লন্ডনে অবস্থারত দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।জাতীয়তাবাদী উলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা শাহ নেছারুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সদস্য সচিব মাওলানা নজরুল ইসলাম তালুকদারসহ উলামা দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

## মেট্রোরেল বিএনপি স্বপ্নেও দেখেনি : কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। মহাসড়কে টোল আদায়ের বিরুদ্ধে বিএনপির অবস্থানের সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দেশে যে বাস র্যা পিড ট্রানজিট, এমআরটি আর মেট্রোরেল হচ্ছে, এগুলো তারা স্বপ্নেও দেখেনি।

মঙ্গলবার সকালে গাজীপুরের টঙ্গীতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে চলমান বিআরটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি দেখতে এসে কাদের এ কথা বলেন।সেতু ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, দেশে এত সড়ক-মহাসড়কের মুখও তারা (বিএনপি) দেখেনি। দেশে যে বাস র্যা পিড ট্রানজিট, এমআরটি আর মেট্রোরেল যে হচ্ছে, আজকে ফাইওভার হচ্ছে, ফোরলেন হচ্ছে, এগুলো তারা স্বপ্নেও দেখেনি। দেশে রাস্তা হবে, রাস্তা ফোর লেন হবে, সিক্স লেন হবে, সার্ভিস লেন হবে।টোল দিলে রাস্তা চলাচলে যে সুবিধাটুকু পাবে, এটা জনগণই পাবে। পৃথিবীর সব দেশে, যেসব দেশে এক্সপ্রেসওয়ে, নতুন নতুন ফোর লেন, সিক্স লেন আছে, সেখানেও কিন্তু টোলের ব্যবস্থা আছে। রাস্তা মেনটেইন করতে, সংস্কার করতে টাকা দরকার। এ টাকা কোত্থেকে আসবে? সরকার শুধু বারবার নতুন রাস্তা করবে, সেই রাস্তা যারা ব্যবহার করবে তাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই? এ ব্যাপারে অন্য দেশের অভিজ্ঞতা জানা থাকলেও বিএনপি চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে আছে।

গত মঙ্গলবার একনেক সভার পর পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জাতীয় মহাসড়কগুলোকে টোলের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন। মহাসড়কে টোল আদায়ের এ সিদ্ধান্তকে 'গণবিরোধী' আখ্যায়িত করে এর বিরোধিতা করে বিএনপি।মন্ত্রী কাদের বলেন, বাস র্যা পিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রজেক্ট বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন প্রজেক্ট। এটা শেখ হাসিনা সরকারের একটা মেগা প্রজেক্ট। ২০২১ সালের জুন মাসে এ প্রজেক্টের কাজ শেষ হবে। এর

ছয়ের পাতায়

## এই সরকার একটা কাজই পারে, আর কিছুই পারে না: মান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী দলের উপর নির্যাতন চালানো ছাড়া আরও কোনো কাজ ঠিকভাবে পারে না বলে দাবি করেছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না।মঙ্গলবার ঢাকার সেগুনবাগিচার বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে নিজের দলের নতুন ওয়েবসাইট প্রদর্শন এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে এক আলোচনা সভায় তিনি এই দাবি করেন।

আওয়ামী লীগের এক সময়ের নেতা মান্না বর্তমান সরকারের না পারা কাজের মধ্যে বলেছেন রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান করতে না পারা, ডেঙ্গুর বাহক এইডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা, দুর্নীতি নির্মূল করতে না পারাকে।মান্না বলেন,এই সরকার কোনো একটা কাজও ঠিকভাবে করতে পারছে না।

রোহিঙ্গাদেরও এরা বের করতে পারবে না। বিরোধী দলকে নির্যাতন, অত্যাচার, গ্রেপ্তার করা ছাড়া মশাও মারতে পারে না।নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের বালিশ কাণ্ড এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে পর্দাকাণ্ডের প্রসঙ্গও তোলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এই নেতা।তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন বালিশের দাম বেশি, না পর্দার দাম বেশি? লাখ টাকা দিয়ে এখন পর্দা বানায়, একথা আমরা কখনও শুনিনি। রূপপুর প্রকাশিত হয়েছে, তখন ভেতরে ভেতরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ তো ছিল। কিন্তু কোনো ব্যবস্থা তো নেওয়া হয়নি।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিার্থী ভর্তিতে অনিয়ম নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ তুলে ধরে ডাকসুর সাবেক ভিপি মান্না বলেন, "বিনা পরীায় এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। অনেকে নাকি ডাকসুর নেতাও হয়েছে। এদের ভর্তি বাতিল করে দেন। কিন্তু ভিসির কী এই মতা আছে?"

রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধান সরকারই আটকে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মান্না।তিনি বলেন, রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপীয় চুক্তি করে মাধ্যমে বিষয়টিকে সমাধানের 'অযোগ্য' করে ফেলেছে।সরকার অনেক দেশকে বন্ধু দাবি করলেও কোনো দেশ বাংলাদেশের পে দাঁড়ায়নি বরং তারা মিয়ানমারের পে দাঁড়িয়েছে।মিয়ানমারের রাখাইনে নিপীড়নের শিকার হয়ে ১১ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে।

মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করলেও তাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা যায়নি এখনও।রোহিঙ্গারা ফিরতে রাজি হয়নি বলে প্রত্যাবাসনের দ্বিতীয় দফা উদ্যোগ গত মাসে ভেস্তে যায়। রোহিঙ্গাদের আস্থা না ফেরার জন্য বাংলাদেশ মিয়ানমারকে দায়ী করছে।এদিকে রোহিঙ্গাদের নানা অপরাধে যুক্ত হওয়ার তথ্য প্রকাশ হওয়ায় কক্সবাজারে তাদের বিচরণ শরণার্থী শিবিরে সীমাবদ্ধ রাখার পদপে নিয়েছে সরকার; তাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারও বন্ধ করতে কঠোর হয়েছে।মান্না বলেন, "সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য এখন রোহিঙ্গাদের উপর নানারকম নিপীড়ন চালাচ্ছে। কিন্তু তারা এনআইডি পেয়ে যাচ্ছে। তাদের মোবাইল সিম বন্ধ করবে কীভাবে?"

রোহিঙ্গা সমস্যার সুরাহা না হওয়ার মধ্যে ভারতের আসাম রাজ্যের নাগরিকপঞ্জিতে ১৯ লাখ মানুষের স্থান না পাওয়া বাংলাদেশের জন্য নতুন সঙ্কট তৈরি করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন নাগরিক ঐক্যের নেতা। তিনি বলেন,এনআরসির পরে সেখান থেকে বাদ পড়াদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তাদেরকে ভারতে থাকতে দেওয়া হবে না। সামনে বাংলাদেশের জন্য বড় বিপদ অপো করছে।

নাগরিক ঐক্যের এই আলোচনা সভায় দলের প্রধান উপদেষ্টা এসএম আকরাম, সমন্বয়ক শহিদুল্লাহ কায়সার, কেন্দ্রীয় নেতা মমিনুল ইসলাম, সোহরাব হোসেন, মঞ্জুর কাদেরও বক্তব্য রাখেন।

## এতিমের টাকা আত্মসাৎ করায় খালেদা জিয়া জেলে আছেন : আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, খালেদা জিয়া এতিমের টাকা আত্মসাৎ করায় জেলে আছেন। তার জামিনের এখতিয়ার একমাত্র আদালতের।মঙ্গলবার জেলার আখাউড়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি একান্তই আদালতের। আদালত কি করবেন এটা আদালতই ঠিক করবে। এখানে সরকারের কিছু করার নেই।

এরশাদকে নিয়ে শেখ হাসিনা গণতন্ত্র হত্যা করেছেন, বিএনপি'র মহাসচিবের এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে আনিসুল হক বলেন, 'যখন এরশাদ খালেদা জিয়াকে গুলশানের একটি বাড়ি দেয় আর ক্যান্টনমেন্টের ভেতর সাড়ে বাইশ বিঘার একটি বাড়ি দিয়ে দেয় তখন এরশাদ খুব ভাল লোক ছিল। যখন এরশাদ গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তখন তিনি খারাপ হয়ে যান। উনাদের কথা জনগণ বিশ্বাস করবে না।'

আইন সচিব গোলাম সারওয়ার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হায়াত উদ দোলা খান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক অধ্য মো. জয়নাল আবেদীন, আখাউড়া পৌর মেয়র মো. তাকজিল খলিফা কাজল, আখাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ভূইয়া, কসবা উপজেলা চেয়ারম্যান রাশেদুল কাওসার ভূইয়া জীবন, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহমিনা আক্তার রেইনা, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাবুদ্দিন বেগ সাপলু ও সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন নয়ন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

## রোহিঙ্গাদের ফেরাতে সরকারের পদক্ষেপের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। রোহিঙ্গাদের সুষ্ঠুভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার।

রোববার সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত মিলার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সংবাদিক সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের একথা বলেন।মন্ত্রী বলেন, 'রোহিঙ্গাদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদারতার প্রশংসা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, ওই মুহূর্তে বাংলাদেশ যে মানবিকতা দেখিয়েছে, তা বিশ্বে বিরল। তাদের সুষ্ঠুভাবে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা তাতে একমত।'

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কর্মরত কিছু এনজিও'র বিষয়ে সরকারের কঠোর অবস্থানের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানতে চেয়েছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা তাদের জানিয়েছি, কিছু এনজিও'র কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সরকারের কাছে অভিযোগ এসেছে। এনজিওগুলো মোনাজাত করার কথা বলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রাজনৈতিক মহাসমাবেশ করেছে। এই সমাবেশে কিছু এনজিও'র সহায়তার বিষয়ে সরকার অবগত হয়েছে। অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।রোহিঙ্গাদের জন্য দেশে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে একথা জানিয়েছেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, '১১ লাখ বাড়তি লোকের বোঝা আমরা আর সইতে পারছি না। তাদের কারণে আমাদের ভৌগোলিক, পর্যটন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সবকিছুতে সমস্যা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে বলে জানিয়েছে।

বিএনপির নেতাকর্মীরা মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলারের সঙ্গে দেখা করেছেন, এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'এটি ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রুটিন ওয়ার্ক। আমরা তাকে জানিয়েছি, সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে যথেষ্ট স্পেস দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের স্পেস দিতে বলেছেন, তাই আমরা দিচ্ছি। রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক কোন ক্ষেত্রেই কোনও সমস্যা হচ্ছে না।'সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে ইচ্ছা করেই জামিন দিচ্ছে না', বিএনপি নেতাদের এমন অভিযোগের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়টি লিগ্যাল ম্যাটার। তাছাড়া, বিএনপি নেতারা তো বলছেন, তারা আন্দোলন করেই খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবেন। তারা তাহলে আন্দোলন করেই তাকে মুক্ত করুক, কে নিষেধ করেছে। তারা তো ৫০০ লোকেরও সমাবেশ করতে পারে না। খালেদা জিয়া দেড় বছর ধরে জেলে। দেড় বছরে দেড় মিনিটের আন্দোলনও তারা করতে পারেনি।আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'শনিবার আমাদের যে মিটিং ছিল, এটা পার্লামেন্টারি বোর্ড ও স্থানীয় সরকার মনোনয়ন বোর্ডের যৌথসভা। রংপুরের নির্বাচন এবং ২২টি ইউনিয়ন পরিষদ, তিনটি পৌরসভা ও সাতটি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে অক্টোবরে। আমরা এজন্যই বসেছিলাম।' তিনি বলেন, মনোনয়ন বোর্ডের মিটিংয়ে ছাত্রলীগের কমিটি ভাঙ্গার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ফোরামও ওটা না।

## পারমাণবিক বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ নতুন বলে ব্যয় বেশি: প্রযুক্তিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১০।। পারমাণবিক বিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ নতুন বলে ব্যয় বেশি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান।রোববার সংসদে বিএনপির রুমিন ফারহানার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই দাবি করেন।বিএনপির সংসদ সদস্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের তামিলনাড়ুর কুদনকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যয়ের তুলনা করে রূপপুরে বিপুল ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইয়াফেস ওসমান বলেন,বাংলাদেশ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে নতুন। অন্যদিকে ভারত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। যে কারণে তাদের তামিলনাড়ুর কুদনকুলাম

ছয়ের পাতায়

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## চামচ দিয়েই চিনে নিন আপনার রোগ

সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে এই টেস্ট করুন। কোন কিছু খাওয়া যাবে না, জলও নয়। নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হল- জিভের মধ্যে একটি চামচ চেপে ধরুন। দেখুন যাতে আপনার মুখের লালা চামচটিতে লাগে। এবারে ওই চামচ প্যাকেটে ভরুন। প্যাকেটটি টেবিল ল্যাম্পের আলোর নীচে বা সূর্যের আলোর নীচে ১ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এক মিনিট পরে যদি দেখেন চামচে কোনও দাগ বা গন্ধ নেই, তা হলে বুঝবেন আপনি ভিতর থেকে সুস্থ যদি দুর্গন্ধ বেরোয়, তাহলে লিভার বা ফুসফুসের সমস্যা আছে। মিষ্টি বা কোনও ফলের মতো গন্ধ বেরলে বুঝবেন ডায়াবেটিস হয়েছে। অ্যামোনিয়ার মতো ঝাঁঝালো গন্ধ বেরলে বুঝতে হবে কিডনির সমস্যা। চামচে সাদা দাগ শ্বাসযন্ত্রের কোনও সংক্রমণের ফল হতে পারে। বেগুনি রঙের দাগ হলে রক্ত চলাচলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা খুব বেশি বেড়ে গেলে বা রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে এরকম হয়ে থাকে। হলুদ রঙের দাগ হলে থাইরয়েডগ্রন্থির সমস্যা হতে পারে। এবং দাগ যদি কমলা রং ধারণ করে তাহলে কিডনির সমস্যায় ভুগতে পারেন। কারণ কিডনির সমস্যা দেখা দিলে রক্তে ক্যারোটিন-সদৃশ উপাদান জমা হতে থাকে। এর ফলেই কমলা রঙের দাগ হয়।

## দক্ষিণী রীতিতে তিরুপতিতেই বিয়ে, জানালেন জাহ্নবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিরুপতি মন্দির প্রঙ্গনেই সাতপাকে বাঁধা পড়বেন। দক্ষিণী রীতি অনুসরণ করেই সাতপাকে বাঁধা পড়বেন তিনি। সম্প্রতি খোলামেলা আলোচনায় এভাবেই বিয়ে নিয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন শ্রীদেবী-কন্যা জাহ্নবী কাপুর।তিনি বলেন, ছোট থেকেই বিয়ে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আসছেন তিনি। বিয়ের সময় হলে তিরুপতিতে বসবে সেই আসর। সেখানে হাজির থাকবেন দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠরা। বিয়েতে কোনও বড় অনুষ্ঠান করার পক্ষপাতী তিনি নন। ঘনিষ্ঠদের নিয়েই বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চান তিনি। বিয়ের পর সেখানে দক্ষিণী খাবার খাওয়াতে চান ঘনিষ্ঠদের। যেখানে ইডলি, সাম্বার, কার্ড রাইসের মতো বিভিন্ন পদ থাকবে বলে জানান জাহ্নবী। শুধু তাই নয়, বিয়ের দিন কাঞ্জিভরম শাড়ি পরতে চান। সেই সঙ্গে দক্ষিণী আদলে তৈরি গয়না পরে বিয়ের কনে সাজতে চান বলেও জানান জাহ্নবী। তবে এই মুহূর্তে কার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন জাহ্নবী কাপুর, সে বিষয়ে খোলসা করেননি ''ধড়ক'' অভিনেত্রী।: রানির মতো সাজ, ভাইরাল ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের সাধের ছবিপ্রসঙ্গত বর্তমানে গুঞ্জন সাক্সেনার বায়েপিকের শ্যুটিং করছেন জাহ্নবী কাপুর। গুঞ্জন সাক্সেনার পর করণ জহরের ''তখত''-এর শ্যুটিং শুরু করবেন বলিউড অভিনেত্রী। ''তখত''-এ তাঁর সঙ্গে বিকি কৌশল, করিনা কাপুর খান, রণবীর সিং-রা স্ক্রিন শেয়ার করবেন বলে জানা যাচ্ছে।

## ৪০০ কোটির ক্লাবে সাহু

ফিল্ম ডেস্কঃ ১০ দিনেই ৪০০ কোটির ক্লাবে ঢুকল সাহু। ৫ দিনে ৩৫০ কোটি টাকা আয় করলেও ৪০০ কোটির ক্লাবে ঢুকতে আরও পাঁচদিন সময় লাগাল প্রভাস অভিনীত এই ছবি।মাত্র ৫ দিনেই ছবি তৈরির বাজেট তুলে নিয়েছিল বাজার থেকে। ছবি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ৩৫০ কোটি টাকা। আর সেই টাকা বাজার থেকে তুলতে সময় নেয় মাত্র ৫ দিন। ইউ ভি ক্রিয়েশান প্রযোজিত সাহুর হাই বাজেটের একটি বড় কারন ছবিতে একাধিক স্টার কাস্টিং। প্রভাস, শ্রদ্ধা, নীল নিতিন মুকেশের মতো তারকারা রয়েছেন এই ছবিতে।

ভারতের বাজারে সেইভাবে এখনও ভালো ব্যবসা করার ইঙ্গিত না থাকলেও বিদেশের বাজারে বেশ ভালোই আয় হল তাদের। মঙ্গলবার রীতিমত হতাশ করেছে এই ছবির বাজার। কারন এক ধাক্কায় ৮ কোটি টাকা আয় করেছে এই দিনে। অর্থাত ১৪ থেকে ৮। তবে এটি প্রভাসের তৃতীয় ছবি বাহুবলি ১ এবং বাহুবলি ২ এর পর যেটি ১০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে।দিন যত বাড়ছে ব্যবসার অবস্থা অর্থাত বক্স অফিসে ব্যবসা তত কমে আসছে সাহুর। যেমন তৃতীয় দিনে সব চেয়ে বেশি ব্যবসা করছিল প্রভাস অভিনীত এই ছবি।

তবে চতুর্থ এবং ৫ দিনে অনেকটাই কম আয় হল। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে আয়ের সুচক আরও নিম্নমুখী। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দিনে আয়ের পরিমান

হল ৬.৯০ কোটি এবং এবং ৬.৭৫ কোটি। অর্থাত দিন যত বাড়ছে আয়ের পরিমান খুব তাড়াতাড়ি কমছে।প্রথম দিনেই একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে সাহু। তেমনই আভাস ছিল। একাধিক ট্রেড আনালিসিস্টের মতে অ্যাভেঞ্জারস এবং থাগস অফ হিন্দুস্তানের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারত সাহু। তবে তা না হলেও এই মরশুমে ওপেনিং এ বেশ ভালো টাকার ব্যবসা দিয়েছিল। এবং প্রথম দিনের ব্যবসার পর কিছুটা ধাক্কা খেতে পারে এই ছবি বলা হয়েছিল।

তবে তা ভুল প্রমান করে তিন দিনের শেষে প্রায় ৮০ কোটির ব্যবসা দিয়ে ছিল। প্রথম দিনেই ২৪ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল প্রভাস এবং শ্রদ্ধা কাপুরের এই ছবি। চার দিনে মোট এই ছবির আয় ৯৪ কোটি টাকা।অ্যাভেঞ্জারস প্রথম দিনে ব্যবসা করেছিল ৫৩ কোটি টকার আর আমির খানের থাগস অফ হিন্দুস্তান একদিনে করেছিল ৫২.২৫ কোটি টাকার।সাহু প্রথম দিনেই তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ৩৫ কোটি টাকার উপর ব্যবসা দিতে পারে বলে ভেবেছিলেন অনেক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তেলেগু নয় তামিলে ১৫ কোটি এবং মালায়ামে ৫ কোটি টাকার ব্যবসা দিতে পারে। ভারতবর্ষের সব ভাষা মিলিয়ে মোট ৬০-৭০ কোটি টাকার ব্যবসা করতে পারে এই ছবি এমনি ভাবা হয়েছিল। তবে তা হয়নি, শুরুতেই নিজেদের প্রত্যাশিত মতো ব্যবসা করতে পারেনি ছবি।হিন্দি ছাড়াও তামিল ও তেলেগু ভাষায় রিলিজ করেছে এই ছবি। ফলে ছবির মার্কেটিং যে বড় হবে তা বলাই বাহুল্য। এখনই কি হবে তা বলা সম্ভব নয়, তবে বলিউডের একাধিক রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারে এই ছবি।

## বিদ্যা বালানকে দেখা যাবে ইন্দিরা গান্ধীর বায়োপিকে

বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান বর্তমানে তার সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত মিশন মঙ্গলের সাফল্য উপভোগ করছেন। যাইহোক, অভিনেত্রী তার কেরিয়ারে দীর্ঘ সফর তৈরি করেছেন এবং বারবার অসামান্য অভিনয় দেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। অভিনেত্রী বিভিন্ন চরিত্রের সাথে পরীক্ষা করতে পছন্দ করেন এবং তিনি সমস্ত চরিত্রের জন্য ফিট থাকেন। বিদ্যাকে তার আসন্ন ছবিতে গণিতের যাদুকর শাকুন্তলা দেবীর চরিত্রে দেখা যাবে।খবরে বলা হয়েছে, বিদ্যা সম্প্রতি তার নতুন প্রকল্প সম্পর্কে উদ্বোধন করেছেন, যা ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বায়োপিক বলে জানা গেছে। অভিনেত্রী আরও বলেছিলেন যে তাকে এখনও অনেক কাজ করতে হবে এবং বায়োপিকটি করতে সময় লাগবে, এটি কয়েক বছর সময় নিতে পারে। তবে প্রশ্ন উঠেছে যে বিদ্যা তার ভূমিকা ন্যায্যতা পাবে কিনা কারণ তিনি অনেক বেশি ওজন অর্জন করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্লিম ছিলেন।

## লাউয়ের পুষ্টিগুন

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক : লাউয়ের পাতা ও ডগা শাক হিসেবে এবং লাউ তরকারী ও ভাজি হিসেবে খাওয়া যায়। আজকের লেখাতে থাকছে পরিচিত এই লাউয়ের কিছু পুষ্টিগুনের কথা যা হয়ত আপনাদের অজানা। আসুন তাহলে দেরি না করে এবার জেনে নেওয়া যাক লাউয়ের কিছু পুষ্টিগুনের কথা ঃ লাউয়ে প্রচুর জল থাকে, যা দেহের জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। ডায়রিয়া জনিত জলশূন্যতা দূর করতে সাহায্য করে।এছাড়াও লাউ খেলে ত্বকের আর্দতা ঠিক থাকে। প্রস্রাবের সংক্রমণজনিত সমস্যা দূর হয়। কিডনির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।সেই সাথে উচ্চ রক্তচাপবিশিষ্ট রোগীদের জন্য এটি আদর্শ সবজি। এই সবজি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসমনিয়া বা নিদ্রাহীনতা দূর করে পরিপূর্ণ ঘুমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাউয়ে রয়েছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস, যা দেহের ঘামজনিত লবণের ঘাটতি দূর করে। দাঁত ও হাড়কে মজবুত করে। ক্যালরির পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও লাউ যথেষ্ট উপকারী। ডায়েটিং কালেও লাউ ভালো ফল দেয়। সেই সাথে এটি চুলের গোড়া শক্ত করে এবং চুল পেকে যাওয়ার হার কমায়।লাউ শাকে প্রচুর আয়রন রয়েছে। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এবং লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে। এবং এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, পেট ফাঁপা প্রতিরোধে লাউয়ের রয়েছে সহায়ক গুণাবলি। লাউয়ে প্রাকৃতিক ভিটামিন পাওয়া যায়, তাই প্রতিদিন লাউ খেতে পারলে, বিশেষ করে জুস খেতে পারলে ত্বক ভিতর থেকে ভাল থাকে ও ত্বকের উজ্জলতা বৃদ্ধি করে, তৈলাক্ততা দূর করে এবং মুখের ব্রন হওয়া কমে যায় ও ব্রন ভাল হয়। লাউ খেলে কোষ্ঠকাটিণ্য দূর করে থাকে এ কারনে ব্রন কমাতে সাহায্য করে। এবং লাউয়ের পেষ্ট তৈরি করে মুখে, হাতে পায়ে লাগালে সতেজ ও মসৃন হয়।

## পশুর থাইলেরিয়াসিস রোগ ও প্রতিকার

থাইলেরিয়াসিস গবাদিপশুর রক্তবাহিত এক প্রকার প্রোটোজোয়াজনিত রোগ। এই জীবাণু গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াকে আক্রান্ত করে। সাধারণত গ্রীস্মকালে থাইলেরিয়াসিস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। থাইলেরিয়ার জীবাণু আক্রান্ত গরু থেকে সুস্থ গরুতে আঠালির মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে।গ্রীস্মকালে আঠালির প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীষ্মকাল আঠালি-র প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত সময়। এ কারণে গ্রীস্মকালে গরু আঠালি দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দ্রুত রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে থাইলেরিয়াসিস দেখা যায়। গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রোটোজোয়া দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগের ক্লিনিক্যাল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর পশুর রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা খুব নিচে নেমে যায়। ফলে রোগটি নির্ণিত হওয়ার পর চিকিৎসা হলেও গরুকে সুস্থ করে তোলা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মাঠপর্যায়ে গরুর রক্ত পরিবহণ বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ রোগের চিকিৎসার জন্য উন্নতমানের ওষুধের দাম খুব বেশি এবং তা সর্বত্র সহজে সব সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে থাইলেরিয়াসিস অর্থনৈতিক ভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ রোগ সংকর ভারতের গরুতে বেশিদেখা যায়।

সংকর জাতের একটি গাভীর দাম ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা। গবাদি পশুর খামারের ক্ষতিকর রোগগুলির মধ্যে থাইলেরিয়াসি একটি অন্যতম রোগ। আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এ রোগ দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে থাইলেরিয়া রোগ নির্ণয় করতে অনেক সময় লেগে যায়। খামারীদের কাছাকাছি এলাকায়প্রায়শ রোগ নির্ণয় কেন্দ্র থাকে না। থাইলেরিয়া রোগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মুল্যের গো সম্পদ নষ্ট হয়ে থাকে।

রোগের জীবনচক্র ঃ থাইলেরিয়া রোগের মাধ্যমিক পোষক হিসাবে কাজ করে প্রায় ছয় প্রজাতির আঠালি।

থাইলেরিয়া আক্রান্ত আঠালির লালা গ্রন্থির মধ্যে অবস্থিত রক্ত শোষণকালে সুস্থ গরুর দেহে প্রবেশ করে। পরে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহার লসিকা কোষকে আক্রান্ত করে ম্যাক্রোসাইজোন্ট বা ককস ব্রু বডি সৃষ্টি করে যা মাইক্রোসাইজোন্ট এ পরিণত হয়। এই মাইক্রোসাইজোন্ট লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে পাইরোপ্লাজম সৃষ্টি করে। রক্ত শোষণের সময় এই পাইরোপ্লাজম আঠালির দেহে প্রবেশ করে। আঠালির দেহের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়ে আঠালির লালা গ্রন্থিতে অবস্থান নেয় যা পর গবাদিপশুর রক্ত শোষণকালে প্রাণীর দেহেপ্রবেশ করে। আক্রান্ত আঠালি সুস্থ গরুকে কামড়ানোর ৭-১০ দিন পর পশুর দেহে তাপ দেখা দেয়। রোগ লক্ষণ ঃ গরুর প্রবল জ্বর (১০৪-১০৭০ ফা), ক্ষুধামান্দ্য, রক্তশূন্যতা, চোখ দিয়ে জল ঝরা, রুমেনের গতি হ্রাস, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, রক্ত ও আম মিশ্রিত ডায়ারিয়া ও নাসিকা থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এ সময় গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুকিয়ে যায় এবং কোনো এন্টিবায়োটিক দ্বারা চিকিৎসায় ফল পাওয়া যায় না। দুধ উৎপাদন একদম কমে যায়, গরু শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে, হাঁপায় এবং ধীরে ধীরে গরুর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পূর্বে হঠাৎ করে গরুর শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। সাধারণত আক্রান্ত হবার ১৮-২৪ দিন পর প্রাণী মারা যায়। থাইলেরিয়ায় আক্রান্ত প্রাণী চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে তবে প্রাণীটি এ রোগের বাহকহিসেবে কাজ করে।

রোগ নির্ণয় ঃ রোগের লক্ষণ, ইতিহাস এবং চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রাথমিকভাবে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। ল্যাবরেটরিতে আক্রান্ত প্রাণীর রক্ত জেনন্স স্টেইন করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পাইরোপ্লাজম দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা ঃ রোগ নির্ণয়ে বেশি দেরি হলে চিকিৎসায় তেমন উপকার হয় না। দ্রুত রোগ নির্ণয় করে মাত্রামত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সহায়ক চিকিৎসা হিসাবে ভিটামিন ই১২ ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে। সম্ভব হলে রক্ত সংযোজন করতে হবে যা দুরূহ ব্যাপার। আক্রান্ত প্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। পশুকে ছায়াযুক্ত আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হবে। প্রচুর ঠান্ডা জলপান করতে দিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ ডেইরী খামারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে থাইলেরিয়া রোগ সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। যে কোন মূল্যে পশুর খামারকে উকুন, আঠালি ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে হবে। গোয়াল ঘর ও এর চতুর্দিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতি ৪ মাস অন্তর গাভীকে আঠালিপ্রতিরোধক ইনজেকশন প্রয়োগ করে আঠালিমুক্ত রাখতে হবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে দুই বার গোয়াল ঘরে আঠালিনাশক ওষুধ মাত্রামত স্প্রে করলে গোয়াল ঘর আঠালি মুক্ত থাকে। আক্রান্ত এলাকার সন্দেহজনক সকল গবাদিপশুকে ইত্যাদি প্রতিশেধক হিসাবে মাত্রামত প্রয়োগ করা উচিত।

### *বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়*

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও।

বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবর্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে।

বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে।

আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড় লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়। এই প্রোটিন

সরাসরি মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। ক্যাথাপসিন বি নামে এই প্রোটিনেই লুকিয়ে রয়েছে বুদ্ধি বাড়ার রহস্য।

গবেষকদের দাবি, ৪ মাস ধরে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার ২০ মিনিট করে দৌড়লে পেশিতে ক্যাথাপসিন প্রোটিনের নিঃসরণ বাড়তে থাকে। রক্তে এই পরিমাণ তাৎপূর্ণ ভাবে বৃদ্ধি পায়। মস্তিষ্কের নিউরোজেনেসিসগুলি প্রভাবিত হয়। ফলে, খুব সহজেই কেউ জটিল কাজ করতে পারে।

## যেভাবে চালু করবেন জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ

গুগল তার সব সেবারবেশ কিছু নতুন ফিচার এনেছে। এর মধ্যে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ।

প্রথমে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। স্মার্ট কম্পোজ জিমেইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন একটি ফিচার। মেইল কম্পোজের ক্ষেত্রে বানান ভুল কিংবা বাক্য ভুল খুবই বিড়ম্বনায় ফেলে। অফিসিয়াল মেইলের ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বেড়ে যায় আরও বেশি।

ব্যবহারকারীদের এ অসুবিধাদূর করতে জিমেইল নিয়ে এসেছে নতুন স্মার্ট কম্পোজ ফিচার। স্মার্ট কম্পোজে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং সিস্টেম মেইল লিখতে সহযোগিতা করবে। এর ফলে বানান বা বাক্য ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

এবার উদাহরণ দেওয়া যাক, মেইল কম্পোজে একটি ওয়ার্ড টাইপ করার পর স্মার্ট কম্পোজ' বাক্য সাজেস্ট করবে। বাক্যটি নির্বাচন করতে ব্যবহারকারীকে ট্যাব প্রেস করতে হবে। স্মার্ট কম্পোজে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। তবে শুধু ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে স্মার্ট কম্পোজ বাক্য গঠন ও বানানের নির্দেশনা দেবে। তাহলে জিমেইলের স্মার্ট কম্পোজ সুবিধা চালু করতে কি করতে হবে? খুবসহজেই আপনিও জিমেইলের নতুন এ ফিচারটি উপভোগ করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে জিমেইলের নতুন ভার্সনটি আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার করা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করতে হবে। জিমেইলের পুরনো ভার্সনে এ সুবিধা ব্যবহার কথা যাবে না। জিমেইলের নতুন ভার্সন আপডেট করার পর জিমেইলের সেটিংস' অপশনে যেতে হবে। 'সেটিংসে' গিয়ে 'জেনারেল সেকশনে' যেতেহবে। জেনারেল সেকশনে' যাওয়ার পর এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' ক্লিক করতে হবে। এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাকসেসে' গিয়ে এটা 'এনোবল' করতে হবে। 'এনোবল' করার পর সবশেষে গিয়ে 'সেভ চেঞ্জেস' প্রেস করলেই চালু হয়েযাবে স্মার্ট কম্পোজ ফিচার।

## সত্যি কি সন্তানের জন্ম দিতে পারবে পুরুষও?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এখন আগের থেকে অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই আর শুধু মহিলারাই নন, এবার সন্তানের জন্ম দিতে পারবেন পুরুষও। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' বা গর্ভ রোপনের মাধ্যমে পুরুষরাও হতে পারবেন অন্তঃসত্ত্বা এবং ভবিষ্যতে জন্ম দিতে পারবেন সন্তানের। এমনটাই দাবি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রজনন বিশেষজ্ঞরা।

ইন্ডিপেন্ড-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, যে পদ্ধতিতে মহিলাদের 'উম্ব ট্রান্স প্ল্যান্ট' করা হয়ে থাকে, সেই একই পদ্ধতি পুরুষদের উপর প্রয়োগ করলে, পুরুষরাও সন্তানের জন্ম দিতে পারে। প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডক্টর রিচার্ড পলসন এই প্রসঙ্গে বলেন যে, 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদা আলাদা আকৃতির পেলভিস রয়েছে। গর্ভ রোপণের পদ্ধতি খুবই জটিল একটি বিষয়। আর বিষয়টা সিজারিয়ান সেকশনের মাধ্যমে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলার সন্তান জন্ম দেওয়ার মতোই।

তবে আমাদের দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের যা পরিকাঠামো তাতে কি আদৌ সম্ভব পুরুষদের 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'? আমরা কথা বলেছিলাম স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ গৌতম খাস্তগীরের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিষয়টি আমাদের কাছে এখনও প্রায় বলতে গেলে কল্পনার জগতেই রয়েছে। এটি করা আদৌ সম্ভব কিনা, তা এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত নয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি এখনও বেশ জটিল পর্যায়ে রয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে আরও বেশি জটিল। মহিলাদের ক্ষেত্রেই এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট-র মতে জটিল অপারেশন সারা পৃথিবীতে মাত্র ৩ থেকে ৪ টি হয়েছে। এবং সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনেরমধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' সেগুলিও এখনও পর্যন্ত খুব একটা সফল নয়। উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-র ক্ষেত্রে রোগীকে দুটি বড় বড় অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।' তবে অনেকে মনে করেন, সারা পৃথিবীতে এত বাচ্চা রয়েচে। তাদেরকে তো অ্যাডপ্ট করা যায়। তাহলে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর মতো কঠিন অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কী দরকার।' উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' অপারেশন হওয়ার পর কী কী ঝুঁকি থাকছে? চিকিৎসক খাস্তগীর বলেন, 'একটা বড় অপারেশনে যা যা ঝুঁকি থাকে, সবই রয়েছে এই অপারেশনেও। পেটে ব্যথা হতে পারে, অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে এমনকী প্রাণহানির ঝুঁকিও রয়েছে।

পাশাপাশি রয়েছে অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও। এটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা অপারশন।'

'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'- এর জন্য যা যা পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা কি আদৌ রয়েছে আমাদের দেশে? তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামোর প্রয়োজন। আমাদের দেশে এক থেকে দুটি এমন অপারেশন হয়েছে। সেগুলি সব হয়েছে পুনেতে। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। পাশাপাশি সেই পরিকাঠামো তৈরির জন্য যা খরচ হয়েছে, তা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অনেক বেশি পল পাওয়া যাবে। বিদেশে এই অপারেশন সফল হয়েছে। তবে, ১০ টি অপারেশনের মধ্যে একটি সফল হয় এই ক্ষেত্রে। পুনেতে যে অপারেশনগুলি হয়েছে, তাও সফল হয়েছে কিনা জানা যায়নি।'

কী এই উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট?

অন্য কোনও মহিলার ইউট্রাস নিয়ে অন্য কোনও মহিলা কিংবা পুরুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করাহয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য ৬ থেকে ৮ ঘন্টার দীর্ঘ অপারেশন হয়। যার শরীরে 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' করা হচ্ছে, তার পরিবর্তন হচ্ছে হরমোনেরও। হরমোন পরিবর্তন কী কী ঝুঁকি কিংবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে? চিকিৎসক গৌতম খাস্তগীর বলেন, 'হরমোন পরিবর্তন তেমন কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু এই অপারেশনে ঝুঁকি এত বেশি যে, চিকিৎসকরা এখনও উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট' নিয় আশাবাদী নন। তবে, আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। কৃত্রিমভাবে উম্বট্রান্সপ্ল্যান্ট' যাতে শরীরের মধ্যে প্লাস্টিকের মতো একটা বস্তু ভরে দেওয়া হবে। যার মধ্যে বাচ্চাটি বড় হবে। এবং এটাকে পেটের মধ্যে ভরে দেওয়া 'উম্ব ট্রান্সপ্ল্যান্ট'-এর তুলনায় অনেক সহজ হবে। কৃত্রিম প্রক্রিয়াটিকে কতটা সফল করা যায়, তা নিয়েই এখন গবেষণাচলছে।'

মঙ্গলবার ৭ রামনগর মহিলা মোর্চার আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নীতি দেব।ছবি- নিজস্ব।

# পাকিস্তানে মুসলিমরাও সুরক্ষিত নয় ইমরান খান সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার বলদেব কুমারের

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুধুমাত্র সংখ্যালঘুরাই নয়, মুসলিমরাও সুরক্ষিত ও নিরাপদ নয় পাকিস্তানেউ ইমরান খান সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রাক্তন বিধায়ক বলদেব কুমারউ একইসঙ্গে নরেন্দ্র মোদী সরকারের কাছে তাঁর বিশেষ আর্জি, ভারত সরকার এমন একটি প্যাকেজ ঘোষণা করুক, যাতে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখ পরিবারগুলি ভারতে আসতে পারে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ হিসেবেই পরিচিত পিটিআই-এর প্রাক্তন বিধায়ক বলদেব কুমারউ পাকিস্তানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক বলদেব কুমার বলেছেন, 'শুধুমাত্র সংখ্যালঘুরাই নয়, মুসলমানরাও সেখানে (পাকিস্তান) নিরাপদ নয়উ পাকিস্তানে আমরা বহু সমস্যায় জর্জরিতউ ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আমি বিশেষ অনুরোধ করছিউ আমি ফিরে যেতে চাই নাউ' বলদেব কুমার আরও জানিয়েছেন, 'এমন একটি প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত ভারত সরকারের, যাতে পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দু ও শিখ পরিবারগুলি ভারতে আসতে পারেউ মোদীজী আমাদের জন্য কিছু করুনউ আমরা সেখানে নির্যাতনের শিকার।

# উত্তর কাশ্মীরে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী, গ্রেফতার ৩ জন লস্কর জঙ্গি-সহ ৮ জন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় জঙ্গি-দমন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বারামুল্লা জেলার সোপোরে টাউনে ৩ জন লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গি-সহ মোট ৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল, আইজাজ মীর, ওমর মীর, তৌসিফ নাজার, ইমতিয়াজ নাজার, ওমর আকবর, ফৈজান লতিফ, ড্যানিশ হাবিব এবং শওকত আহমেদ মীর।

এই ৮ জন সন্ত্রাসবাদীরা মধ্যে ৩ জন লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি) জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। ধৃতদের কাছ থেকে প্রচুর বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পোস্টার তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত কম্পিউটার।

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার বারামুল্লা জেলার সোপোরে থেকে গ্রেফতার করা হয় ৮ জন সন্ত্রাসবাদীকে।

সাধারণ মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি কার্যকলাপে (পোস্টার ছড়ানো) জড়িত ওই ৮ জন সন্ত্রাসবাদী। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে হত্যাতেও জড়িত এই সন্ত্রাসবাদীরা। ধৃত সন্ত্রাসবাদীদের জেরা করছেন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা।

## পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই সদস্যার শ্লীলতাহানি ও মারধর, অভিযুক্ত উপ প্রধান

ভাঙর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যেই পঞ্চায়েত সদস্যার শ্লীলতহানি ও তাকে মারধরের অভিযোগ উঠল উপপ্রধানের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে কলকাতা লেদার কম্পেলক্স থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত উপপ্রধান। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বামুনঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।

অভিযোগ, সোমবার পঞ্চায়েত অফিসে ১০০দিনের কাজ নিয়ে মিটিং ছিলো , প্রধান উপস্থিত না থাকার কারনে উপপ্রধান নৃত্য গোপাল মন্ডল মিটিং পরিচালনা করছিলেন। আলোচনা যখন শেষ পর্যায়ে তখন এই সদস্যাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন নিত্য গোপাল। তিনি প্রতিবাদ করায় তাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। ডান হাত মুচকিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। শ্লীলতাহানি, কটূক্তি ,মারধরের মামলা শুরু করেছে পুলিশ।

## বিহারের জামুইয়ে দারভাঙ্গা-কলকাতা এক্সপ্রেসে অগ্নিকাণ্ড, যাত্রীরা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত

জামুই (বিহার), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত পাঁচ দিনে তৃতীয়বার! বিহারে ফের অগ্নিকাণ্ড ট্রেনে। এবার আগুন লাগল দারভাঙ্গা-কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনের দু'টি কামরায়। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। সুরক্ষিত আছেন ওই দু'টি কামরার প্রত্যেকটি যাত্রী। রেল সূত্রের খবর, সোমবার রাত ৮.২৫ মিনিট নাগাদ বিহারের জামুই জেলার ঝাঝা রেল স্টেশনের কাছে দারভাঙ্গা-কলকাতা এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় আগুন লাগে। ট্রেনটি ঝাঝা রেল স্টেশনে পৌঁছনোর পরই ওই দু'টি কামরার প্রত্যেকটি যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় দু'টি কামরা। রেল কর্মীদের প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুন। আগুন নিভে যাওয়ার পর রাত ৯.২৭ মিনিটে পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

কী কারণে আগুনের সূত্রপাত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিহারে বিগত পাঁচ দিনে এই নিয়ে তৃতীয়বার আগুন লাগল ট্রেনে। কিছু দিন আগেই পৃথক দু'টি ঘটনায় দারভাঙ্গা রেল স্টেশনের ইয়ার্ডে আগুনে পুড়ে যায় ট্রেনের দু'টি কামরা। বারবার অগ্নিকাণ্ডের জেরে মাথায় হাত রেল কর্তৃপক্ষের। ষড়যন্ত্রেরও গন্ধ পাচ্ছেন অনেকেই।

# সোনারপুরে আত্মঘাতী যুবক

সোনারপুর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মায়ের কাছে একশো টাকা চেয়ে তা না পেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক। মৃতের নাম সুশান্ত সিং(২০)। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা এলাকার বিদ্যাধরপুরে। রাতেই দরজার ফাঁক দিয়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান বাবা। তাকে উদ্ধার করে সুভাসগ্রাম গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সুশান্তকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। মঙ্গলবার তার দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।

সোনারপুর থানা এলাকার বিদ্যাধরপুরের বাসিন্দা সুশান্ত সিং। তিনি বাঘাযতীন রানীকুঠি রুটে অটো চালাতেন। খুবই ভালো ছেলে ছিল বলে জানিয়েছেন অন্যান্য অটোচালকরা। কয়েকদিন পারিবারিক সমস্যার কারণে অটো চালাতে পারছিলেন না। বাড়িতেই বসেছিলেন। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। মায়ের কাছে ১০০টাকা চেয়েছিলেন সুশান্ত। কিন্তু মা সেই টাকা না দেওয়ায় মায়ের উপর রাগারাগি করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। বাড়ির লোক প্রথমে ভেবেছিলেন রাগ করেছে পরে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘরের দরজা না খোলায় তাদের সন্দেহ হয়। এরপর তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান বাবা পাঁচু সিং। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মঙ্গলবার ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারী সংঘেড আয়োজিত সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

## আম্বেদকরের মূর্তি ভাঙচুর যোগীরাজ্যে বিক্ষোভে দলিত সম্প্রদায়

সাহরানপুর (উত্তর প্রদেশ), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বারাউলির পর এবার সাহরানপুরের ঘুন্না গ্রাম। যোগীরাজ্যে ফের দুষ্কৃতী হামলায় ভাঙচুর হল ডঃ বি আর আম্বেদকের একটি মূর্তি। ভাঙা অবস্থায় মঙ্গলবার সকালে মূর্তিটি দেখতে পেয়েই প্রতিবাদ-ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। উত্তেজনা থাকায় ওই এলাকায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

উত্তর প্রদেশের সাহরানপুরের ঘুন্না গ্রামে এদিন সকালে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ড় ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় মানুষজন। গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান যে মূর্তিটির হাত ও মাথা ভেঙে পড়ে রয়েছে। ঘটনাটি নজরে আসতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় দলিত সম্প্রদায়ের সদস্যরা।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সোমবার গভীর রাতে একদল অজ্ঞাত পরিচয়ে দুষ্কৃতি মূর্তিটি ভাংচুর করেছে। এর আগে, রবিবার রাতে ভীমপুরা থানার অন্তগর্ত বারাউলি গ্রামে আম্বেদকরের মূর্তি ভাংচুর করে একদল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতি। পরে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মূর্তিটি মেরামত করা হয়েছে। এদিনের ঘটনার পর সাহরানপুরের ঘুন্না গ্রামে পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। পরিস্থিতি থমথমে।

# বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ মামলা : ফের সাফল্য পেল এসটিএফ, চেন্নাই থেকে গ্রেফতার জেএমবি জঙ্গি

কলকাতা ও চেন্নাই, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ মামলায় এসটিএফ-এর জালে ধরা পড়ল আরও একজন জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) জঙ্গিউ ধৃত জেএমবি জঙ্গির নাম হল, আসাদুল্লাহ শেখ ওরফে রাজা (৩৫)উ ধৃত জেএমবি জঙ্গির বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত নিত্যানন্দপুরেউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই থেকে গ্রেফতার করা হয় জেএমবি জঙ্গি আসাদুল্লাহ শেখকে।

এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় চেন্নাইয়ের থোরিয়াপাক্কামের নীলনগড়াই থানার অন্তর্গত সেনালপুরমের ১/১০৮ এ এ নগর-এ অবস্থিত বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে জেএমবি জঙ্গি আসাদুল্লাহউ ওই বাড়িটিতে ভাড়া নিয়ে থাকত আসদুল্লাহউ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে ওই বাড়িতে অভিযান চালায় এসটিএফউ তখনই হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয় জেএমবি জঙ্গি আসাদুল্লাহ ওরফে রাজাকেউ ট্রানজিট রিমান্ডে ওই জেএমবি জঙ্গিকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবেউ এসটিএফ সূত্রের খবর, ধৃত জেএমবি জঙ্গি বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণ মামলায় জড়িত।

### ছত্তিশগড়ে বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর

বিজাপুর (ছত্তিশগড়), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে মাওবাদী-দমন অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় সিআরপিএফ, কোবরা বাহিনী ও ছত্তিশগড় পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচজন কুখ্যাত মাওবাদীকেউ ধৃত মাওবাদীদের

ছয়ের পাতায়

# মুজফফরপুরে শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তি, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু ৪ জন শ্রমিকের

মুজফফরপুর (বিহার), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিহারের মুজফফরপুরে শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বড়সড় বিপত্তি! শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন একই গ্রামের বাসিন্দা ৪ জন শ্রমিকউ এছাড়াও একজন শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ মঙ্গলবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুজফফরপুর জেলার মীনাপুর প্রখণ্ডের বারা ভরতী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধুবন কান্টি গ্রামে।

মর্মান্তিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় উপপ্রধান ববীতা দেবী এবং তাঁর স্বামী সমাজসেবী উপেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে মধুবন কান্টি গ্রামের বাসিন্দা বিহারী সহনীর শৌচালয়ের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছিলেন ৫ জন শ্রমিকউ আচমকাই বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়েন ৫ জন শ্রমিকউ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ৪ জন শ্রমিককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাউ এছাড়াও একজন শ্রমিক সঙ্কটজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতাধীনউ মৃত শ্রমিকদের নাম হল, বীর সোনী, ধর্মেন্দ্র সহনী, মধু সহনী এবং কৌশল কুমারউ এসডিএম কুন্দন কুমার জানিয়েছেন, একজন শ্রমিক প্রাণে বাঁচলেও, তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনকউ মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মধুবন কান্টি গ্রামে।

## বিয়ের সাত মাসের মধ্যেই মারাত্মক পরিণতি! ক্যানিংয়ে আত্মঘাতী দম্পতি

ক্যানিং (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিয়ের সাত মাসের মধ্যেই আত্মঘাতী হলেন দম্পতি। বিগত সাত মাসে কী এমন ঘটল, তা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত পরিবারের সদস্যরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত পোড়ামুড়া গ্রামের ঘটনা। মৃতদের নাম হল-অমিত মণ্ডল (২৬) ও টুম্পা মণ্ডল(১৯)। সোমবার রাতে নিজেদের বাড়িতেই আত্মঘাতী হন ওই দম্পতি। রাতেই তাঁদের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঠিক কী কারণে আত্মঘাতী হলেন ওই দম্পতি, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাত্র সাত মাস আগেই বিয়ে করেন অমিত ও টুম্পা। দু'জনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক ছিল বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের। পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, সোমবার রাতে নিজেদের বাড়িতেই আত্মঘাতী হন ওই দম্পতি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ক্যানিং থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে, ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পরই আত্মঘাতী হয়েছেন স্বামী।

# মালদহে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান বাড়ির ছাদ : মৃত্যু বালকের, গুরুতর আহত ৪ জন

মালদহ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান বাড়ির ছাদউ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে একটি বালকেরউ এছাড়াও তিনটি শিশু এবং একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেনউ প্রত্যেকেরই শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনকউ সোমবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ জেলার মানিকচক থানার অন্তর্গত নূরপুর দক্ষিণ মণ্ডল পাড়ায়।

মানিকচক থানার পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে নির্মীয়মান ওই বাড়ির নীচে দাঁড়িয়ে মহরমের শোভাযাত্রা দেখছিলেন তাঁরাউ সেই সময় ছাদের উপর কাজ চলছিলউ আচমকাই বাড়ির ছাদের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েউ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান মহিলা-সহ পাঁচজনউ গুরুতর আহত অবস্থায় তিনটি শিশু, মহিলা ও একটি বালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়উ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই বালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাউ বাকি ৪ জন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত বালকের নাম হল-রমজান শেখ (১২)উ তাঁর বাড়ি হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত শামকা গ্রামেউ মহরম উপলক্ষ্যে নূরপুর দক্ষিণ মণ্ডল পাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সেউ এছাড়াও আহত হয়েছেন দু'বছর বয়সি তনবীর শেখ, ছ'বছর বয়সি অন্নু খাতুন, সাত বছর বয়সি শহজত হুসেন এবং ২৫ বছর বয়সি সুখতারা বিবিউ আহতরা প্রত্যেকেই মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় গাও কক্ষা বাহিনীর আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

## হাল ছাড়তে নারাজ ইসরো, ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা

বেঙ্গালুরু, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হাল ছাড়তে নারাজ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)ঊ চন্দ্রযান-২-এর বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ইসরো-র মহাকাশ বিজ্ঞানীরাঊ চন্দ্রযান-২-এর অরবিটারের সহায়তায় বিক্রম ল্যান্ডারের অবস্থানের খোঁজ মিলেছেঊ তবে, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নিঊ ইসরো-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'চন্দ্রযান-২-এর অরবিটারের সহায়তায় বিক্রম ল্যান্ডারের অবস্থানের খোঁজ মিলেছেঊ তবে, বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নিঊ ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছেঊ'

চাঁদের মাটিতে বিক্রমের খোঁজ মিললেও, সে 'জীবিত' নাকি 'মৃত' তা এখনও স্পষ্ট নয়ঊ বেঙ্গালুরুর ইসরো গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সমস্ত ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছেঊ কিন্তু, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নিঊ প্রসঙ্গত, গত শনিবার ভোররাতে চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার উঁচুতে হারিয়ে যায় বিক্রম ল্যান্ডারঊ তারপর থেকেই বিক্রমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরোঊ

## গ্রেফতারি থেকে রেহাই পেলেন শেহলা রশিদ, রক্ষাকবচ প্রদান দিল্লির বিশেষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গ্রেফতারি থেকে আপাতত রেহাই পেলেন রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী শেহলা রশিদঊ শেহলা রশিদকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা (রক্ষাকবচ) প্রদান করেছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ অর্থাত আপাতত শেহলাকে গ্রেফতার করতে পারবে না দিল্লি পুলিশঊ সেনাবাহিনীর সম্মানহানি ও কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্যের জেরে শেহলা রশিদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করেছিল দিল্লি পুলিশঊ কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে নানা অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন শেহলা রশিদঊ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেহলার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, দাঙ্গায় উস্কানি-সহ এক গুচ্ছ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়ঊ

দেশদ্রোহিতার মামলায় এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শেহলা রশিদঊ মঙ্গলবার শেহদা রশিদকে গ্রেফতারি থেকে রেহাই দিয়েছে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টঊ আদতে শ্রীনগরের বাসিন্দা শেহলা রশিদ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) ছাত্রীঊ ২০১৫-১৬ সালে তিনি জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেনঊ বর্তমানে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন

## প্রয়াণ দিবসে সুকুমার রায়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ ১০ সেপ্টেম্বর, বাঙালি শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে "ননসেন্স রাইমের"-এর প্রবর্তক সুকুমার রায়ের ৯৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী। মঙ্গলবার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটারে এই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আবোল তাবোল, পাগলা দাশু, হ য ব র ল, শব্দকল্পদ্রুম সহ আরও নানা কালজয়ী রচনার স্রষ্টা সুকুমার রায়ের প্রয়াণ দিবসে জানাই শ্রদ্ধার্ঘ্য।' ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কালাজ্বরে (লেইশ্মানিয়াসিস) আক্রান্ত হয়ে, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে জীবনাবসান ঘটে সুকুমার রায়ের। সেই সময় এই রোগের কোনও চিকিৎসা ছিল না।

সুকুমার রায় ছিলেন একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তাঁর লেখা কবিতার বই আবোল তাবোল, গল্প হ-য-ব-র-ল, গল্প সংকলন পাগলা দাশু, এবং নাটক চলচ্চিত্তচঞ্চরী বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা "ননসেন্স" ধরণের ব্যঙ্গাত্মক শিশুসাহিত্যের অন্যতম। তাঁর প্রথম ও একমাত্র ননসেন্স ছড়ার বই "আবোল তাবোল" শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছে।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## পুনরায় দামি হল পেট্রোল-ডিজেল, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে ফের দামি হল পেট্রোল-ডিজেলঊ গত শনিবার পর্যন্ত লাগাতার কমছিল জ্বালানি তেলের মূল্য। কিন্তু, মঙ্গলবার ফের দামি হল পেট্রোল-ডিজেল। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়, মঙ্গলবার ০.০৫ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামঊ ঊর্ধমুখী ডিজেলের দামওঊ ০.০৫ পয়সা বেড়ে মঙ্গলবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৪.৪৯ টাকা এবং ০.০৫ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম বেড়ে হল ৬৭.৫৫ টাকাঊ

শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেওঊ রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৭১.৭৬ টাকা প্রতি লিটার (০.০৫ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৬৫.১৪ টাকা প্রতি লিটার (০.০৫ পয়সা বৃদ্ধি)ঊ পাশাপাশি বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৭৭.৪৫ টাকা প্রতি লিটার এবং ৬৮.৩২ টাকা প্রতি লিটারঊ পেট্রোল-ডিজেলের পুনরায় বাড়ায় মাথায় মধ্যবিত্তেব

## ভোররাতে বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য ! কলকাতায় মৃত্যু পথচারীর

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহানগরীতে আবারও বেপরোয়া গাড়ির দৌরাত্ম্য ! কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানার অন্তর্গত ডন বস্কো আইল্যান্ডের কাছে দরগা রোডের উপর বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল একজন পথচারীরঊ মৃতের নাম হল, পরমেশ্বর সাউ (৫০)ঊ তাঁর বাড়ি বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটেঊ দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক ঘাতক গাড়িটিঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ ডন বস্কো আইল্যান্ডের কাছে দরগা রোডে উপর পরমেশ্বর সাউ নামে একজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় একটি গাড়িঊ গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গেলে মাথায় চোট পান পরমেশ্বরবাবুঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ঊ কিন্তু, হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় প্রাণ হারান পরমেশ্বরবাবুঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

## আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যোগী সরকারকে তোপ অখিলেশের

লখউন, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে যোগী সরকারকে কটাক্ষ করলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

মঙ্গলবার অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন, পুলিশ নিজেই অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বেহাল অবস্থায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে। মাউতে প্রকাশ্য দিবালোকে এক পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে পুলিশি হেফাজতে খুন করা হয়। অবিলম্বে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

এদিন উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের ১৩২ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান অখিলেশ যাদব। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের ১৩২ তম জন্মজয়ন্তী গোটা রাজ্যজুড়ে উদযাপন হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ভারতের উন্নয়নের জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন।

## নেলি পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের আগর কাঠ, বাহন-সহ আটক চার

মরিগাঁও (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত নেলি পুলিশের অভিযানে বিপুল পরমাণের অবৈধ আগর কাঠ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত সুগন্ধী আগর কাঠগুলির বাজারমূল্য প্রায় চার লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন অভিযানকারীরা।

পুলিশ জানিয়েছে, বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জঙ্গল থেকে আগর গাছ কেটে এই কাঠগুলি শিলচর হয়ে এএস ০১ ডব্লিউ ৭৫৯৮ নম্বরের একটি মারুতি কারে করে চোরাইভাবে হোজাইয়ে পাচার করা হচ্ছিল। কিন্তু রাস্তায় নেলি থানার টহলদারি পুলিশের অভিযানে এগুলি আটক করা হয়েছেঊ এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে চার তস্করকে।

### সুরক্ষা বাহিনীর

**পাচের পাতার পর**

নাম হল, পুণেম বুধরাম (৩২), রাকেশ পোটাম (২১), ওয়াম সান্নু (৩০), তাতি সোনা (২৪) এবং মাড়ভি বসন্ত (২৭)।

ঊর্ধতন এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, বিজাপুর জেলার বন্দাগুড়া, চিপুরভাট্টি, পুসবাকা এবং পেগদাপল্লি গ্রামে সিআরপিএফ, কোবরা বাহিনী এবং ছত্তিশগড় পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচজন কুখ্যাত মাওবাদীকেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ছাড়াও লুটের ঘটনায় জড়িত ধৃত পাঁচজন মাওবাদী।

### কাদের

**তিনের পাতার পর**

সুফল আসবে এবং জনস্বার্থে কাজে লাগবে। এটা শেষ হলে যানজটের যে অসহনীয় অবস্থা তা সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। এটা আমি নিশ্চিত ।যেসব দেশে বিআরটি প্রজেক্ট আছে সেখানে এর সুফলটা কিভাবে পাচ্ছে, তাদের সেই অভিজ্ঞতা আমাদের জানা আছে। এ কাজটির গতি বাড়াতে সংশ্লিদের নির্দেশ দিয়েছি। মন্ত্রণালয় থেকেও মনিটরিং করা হচ্ছে ।গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, গাজীপুর জেলা প্রশাসক এসএম তরিকুল ইসলাম, গাজীপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার মো. আনোয়ার হোসেন, সড়ক ও জনপথের ঢাকা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. সবুজ উদ্দিন খান, গাজীপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুদ্দিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

### প্রযুক্তিমন্ত্রী

**তিনের পাতার পর**

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অবকাঠামো ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ব্যয় কিছুটা বেশি ।এক লাখ এক হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাশিয়ার সহযোগিতায় বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে পাবনার রূপপুরে, যেখানে দুটি ইউনিটে ১২০০ মেগাওয়াট করে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ।ইয়াফেস ওসমান বলেন,রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ভারতের তামিলনাড়ুর কুদনকুলাম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের তুলনায় অধিকতর উন্নত পদ্ধতিতে স্টাডি করা হয়েছে। রূপপুর পদ্মা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় ভাঙনরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা ভারতের তামিলনাড়ুতে করতে হয়নি ।বাংলাদেশ ও ভারতের দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রযুক্তি এক হলেও দুটির ডিজাইনগত পার্থক্য আছে। রূপপুরের ডিজাইন এইএস—২০০৬। কুদুনকুলামের ডিজাইন এইএস—৯২। রূপপুরের প্রতিটি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট, কুদুনকুলামে ১ হাজার মেগাওয়াট ।সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন, দেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে ।ইতোমধ্যে সারাদেশের বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১ হাজার ৪৯৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি সংসদে বলেন, দেশের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, ২০২০ সাল নাগাদ দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

## শংকরদেবের সত্রীয়া সংস্কৃতির বাণী প্রাচারের উদ্দেশ্যে বরাক উপত্যকায় সত্র মহাসভার প্রতিনিধিদল

গুয়াহাটি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহাপুরুষ শংকরদেবের সত্রীয়া সংস্কৃতির বাণী প্রচারে এবং তাঁর সম্পর্কে বরাক উপত্যকার জনসাধারণকে অবগত করতে সত্র মহাসভার এক প্রতিনিধিদল গিয়েছে। শংকরদেবের একশরণ ভাগবতী ধর্ম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সত্রীয়া সংস্কৃতির বাণী নিয়ে সোমবার বরাক উপত্যকার শিলচরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল অসম সত্র মহাসভার এক প্রতিনিধি দল।

সত্র মহাসভার প্রধান সম্পাদক কুসুম কুমার মহন্তের নেতৃত্বোধীন প্রতিনিধিদলটি বরাক উপত্যকা ভ্রমণকালে কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা হিন্দু বাঙালি, অসমিয়া ও মণিপুরি অধ্যুষিত গ্রামে যাবে। সেখানে বসবাসরত মানুষজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মহাপুরুষ শংকরদেবের আদর্শ ও বাণী প্রচার করবেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সত্র মহাসভার এই প্রচারাভিযান চলবে।

এ প্রসঙ্গে সত্র মহাসভার প্রধান সম্পাদক জানান, ইতিমধ্যে বরাকের কয়েকটি হিন্দু অসমিয়া, হিন্দু বাঙালি এবং মণিপুরী গ্রামের বাসিন্দা সত্র মহাসভার সাথে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ভ্রমণকালে বরাকের তিন জেলায় একটি করে জেলা সমিতি গঠন করা হবে বলে জানান প্রধান সম্পাদক কুসুম কুমার মহন্ত।

## মহরমের মিছিলে দেওয়াল ভেঙে আহত ২০

কার্নুল(অন্ধ্রপ্রদেশ), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মহরমের মিছিল দেখতে গিয়ে দেওয়াল ভেঙে গুরুতর জখম ২০। সোমবার গভীর রাতে কার্নুল জেলার বি থানদ্রাপাদু গ্রামে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মিছিল চলাকালীন, একটি পাশের বাংলোয় নির্মিত দেওয়াল ধসে ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে পাঁচজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সোমবার গভীর রাত আড়াইটার দিকে মহরমের মিছিল চলাকালীন প্রচুর সংখ্যক মানুষ বাংলোর দেওয়ালে হেলান দিয়ে মিছিলটি দেখছিল। এসময় হঠাৎ দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে এবং বহু লোক নীচে পড়ে যায়। পুলিশ আহতদের সরকারি কর্নুল হাসপাতালে প্রেরণ করেছে। পাঁচজনের অবস্থা উদ্বেগজনক বলে জানা গেছে।

## দুঃখের মহরম : কারবালায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে ১৬, আহত ৭৫

বাগদাদ (ইরাক), ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আশুরা দিবসে প্রবল ভিড়ের চাপে ইরাকের কারবালা শহরে পদপিষ্ট হয়ে নিহত হলেন কমপক্ষে ১৬ জন। ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর, মঙ্গলবার আসুরা দিবস পালন করার সময় প্রবল ভিড়ের চাপে কারবালা শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন।

এদিন আশুরা দিবস পালন করতে রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের কারবালা শহরে শুরু হয় ভক্ত সমাগম। ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র সইফ আল-বদর জানিয়েছেন, প্রবল ভিড়ের চাপে অন্ততপক্ষে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ৭৫ জন। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর মহরমে পয়গম্বর মহম্মদের নাতি হুসেনের মৃত্যুর স্মরণে কারবালায় হাজির হন কয়েক লক্ষ শিয়া ভক্ত। তরোয়াল দিয়ে নিজেরে কপাল চিরে রক্তাক্ত হন ভক্তরা। কারবালার মতোই আশুরা দিবসের এমনই দৃশ্য দেখা যায় দক্ষিণ ইরাকের নজফ ও বসরা শহরেও। ইরাকের একনায়ক সাদ্দাম হুসেনের শাসনকালে আশুরা দিবসে প্রকাশ্যে কারবালা যুদ্ধের দৃশ্য অভিনয় করার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়। বর্তমান প্রশাসন অবশ্য এই বিশেষ দিনটিতে ছুটি ঘোষণা করেছে।

## উত্তর প্রদেশে রোহিনী নদীতে তলিয়ে গেল ২ নাবালক

মহারাজগঞ্জ (উত্তর প্রদেশ), ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মহারাজগঞ্জের পরসমালিক এলাকায় রোহিনী নদীতে স্নান করতে নদীর জলেই তলিয়ে গেল দুই নাবালক। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, রোহিনী নদী থেকে অঙ্কিত (৯) এবং মুকেশ (১০) নামে দুই নাবালকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মহারাজগঞ্জের শিশমহল টোলা কল্যাণপুর গ্রামের কাছে পরসমালিক এলাকায় স্নান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে যায় ওই দুই নাবালক। অনেক খোঁজাখুঁজির পর গ্রামবাসীদের সহায়তায় এদিন দেহদুটি উদ্ধার করেছে পুলিশ ও জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। হাসপাতালে দুই নাবালককেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। ময়নাতদন্তের পর দুই নাবালকের পরিবারের হাতে দেহদুটি তুলে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

## ইচাবিলে নেশা বিরোধি অভিযানে বড়সড় সাফল্য, বাজেয়াপ্ত লক্ষাধিক টাকার অবৈধ বিদেশি মদ

পাথারকান্দি (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বাজারিছড়া পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে লক্ষাধিক টাকার অবৈধ বিদেশি মদ। তবে এর সঙ্গে কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মঙ্গলবার সহকর্মীদের নিয়ে নেশা বিরোধী অভিযানে নামেন প্রবেশনারি এসআই মানবজ্যোতি মালাকার। তাঁরা আজ সকালে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ইচাবিল বাগান এলাকায় অবৈধ মদ-বিরোধী অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেন। অভিযানে অবৈধ মদের কারবারিরা আগাম পুলিশি হানার খবর পেয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিলেও তাদের ঠেক বহু পরিমাণের বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর মানবজ্যোতি মালাকার জানান এ-ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান আসন্ন কালীপুজো পর্যন্ত চলবে। এলাকার হাতিখিরা, লোয়াইরপোয়া, নাগরা, মানিকবন্দ, কটামণি, রাঙামাটি, চোরাইবাড়ি, কাঁঠালতলি, সেপেনজুরি, কুকিতল, সলগই, হরিবাসর, রাধাপ্যারী, বাজারিছড়া, শিবেরগুল বিশ নম্বর, আট নম্বর প্রভৃতি স্থানে অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে। এমন-কি ধাবা ও লাইন হোটেলেও হানা দিয়ে অবৈধ মদের ঠেক গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। শারদোৎসবে নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এ ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষের সাহায্যও কামনা করেছেন পুলিশ অফিসার মালাকার।

## রেলে টিটি সেজে প্রতারণা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।।** রেলের টিটি সেজে যাত্রীদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক প্রতারক। তার নাম দীপক দেববর্মা। বাড়ি মেলাঘরের চন্ডীগড়ে। আগরতলা থেকে বিলোনীয়াগামী ট্রেনে সে টিটি সেজে প্রতারণা করে টাকা আদায় করত। পুলিশ তাকে ধরেছে। বিলোনীয়া থানায় জেরা করছে পুলিশ।

### মহরম

● **প্রথম পাতার পর**

শরীরে লাঠি চাবুক দিয়ে আঘাত করতে করতে মিছিলে হাঁটেন এবং হায় হাসান হায় হুসেন ধ্বনী দেন।

আজকের কার্যসূচির উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন মহাম্মদ শাহজাহান মিয়াঁ বলেন, হজরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহুর পৌত্র মহম্মদ হাসান হোসাইনের শহিদ দিবস আজ। তিনি কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতি বছর মহরমের দিনটিকে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম ধর্মের মানুষ শোক দিবস হিসেবে পালন করেন। রাজ্যেও মিছিল করে তাঁরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসী যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন তার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি আরও জানান, তাঁরা যুদ্ধ নয় শান্তিতে বিশ্বাসী ।রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকায়ও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে মহরম।

### আইএমএ

● **প্রথম পাতার পর**

ক্ষেত্রে ফি নির্ধারণ কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানবিকতার খাতিরে মুমুর্ষ রোগীদের অক্সিজেন প্রদান চিকিৎসা পরিষেবার অন্যতম প্রধান কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। কারণ, অযথা কোনও রোগীকেই অক্সিজেন প্রদান করা হয়না। ফলে, মুমুর্ষ রোগীদের কাছ থেকে অক্সিজেনের জন্য ফি সংগ্রহ করা উচিত হবে বলে মনে করেনা আইএমএ ত্রিপুরা শাখা।

ডাঃ রায়ের কথায়, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে সমাজে ভুল বার্তা যাচ্ছে। ফলে, রাজ্য সরকারকে এই সিদ্ধান্তটি পূনর্বিবেচনার আবেদন জানানো উচিত বলে করছে আইএমএ ত্রিপুরা শাখা। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে একটি গাইড লাইন তৈরি করে দেওয়া হবে রাজ্য সরকারকে। তাঁর দাবি, আগামীকাল মুখ্যমন্ত্রী কাছে ওই সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হবে। পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করার জন্যও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করবে আইএমএ ত্রিপুরা শাখা। ডাঃ শংকর রায়ের বক্তব্য, ওই কমিটির রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় ফি সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করবে।

### ব্রাউনসুগার

● **প্রথম পাতার পর**

রাজনগর ব্লক এলাকা থেকে পুলিশ সাতচল্লিশ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

রাজনগর পিআর বাড়ি থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওসি কমল কর চৌধুরী রাজনগর এলাকার ঘন জঙ্গল থেকে এই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। তিনটি প্লাস্টিকের কন্টেনারে ভর্তি ছিল এই গাঁজা। তবে কে বা কারা এই গাঁজা সেখানে মজুত রেখেছিল, সেই ব্যাপারে পুলিশ কাউকেই আটক করতে পারেনি।

### অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হলেও রক্ত দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। টানা ১০ ঘণ্টা প্রায় বিনা চিকিৎসায় থাকার পর তাঁকে রেফার করার উদ্যোগ নেন চিকিৎসকরা। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বিষ্ণু দাস। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

### ভারতের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ করে বিজয় ঠাকুর সিংহ বলেন, এই দেশটি ভারতের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করছে এবং মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। বিশ্ব সচেতন যে এই দেশটি বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। সন্ত্রাসবাদের অনেক নেতা এ দেশে (পাকিস্তান) আশ্রয় নিয়েছেন।

### এডিসি

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে আইপিএফটি।

স্বাভাবিক ভাবেই এডিসি নির্বাচন জোট শরিকদের মধ্যে ফের মতানৈক্যের বাতাবরণ তৈরি করতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, এডিসি নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটিকে ফাঁকা ময়দান ছেড়ে দেবে মনে করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আসন রফা নিয়ে দর কষাকষি হবে কিনা সেই বিষয়টি এখন নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না।

### বিশ্রামাগারে

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি ছুটে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন এবং পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়ে দেয়। ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের বিশ্রামাগারে দু-দিন ধরে মৃতদেহ পড়ে থাকার ঘটনায় জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

### ত্রিপুরায়

● **প্রথম পাতার পর**

আইপিএফটির নেতৃবৃন্দরা। মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে আইপিএফটির অবস্থান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সহমতের ভিত্তিতেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

### বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর**

করার পরামর্শ দিয়েছে। এদিকে ঘটনার দায়ে পুলিশ কনস্টেবল নারায়ণ চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

### আক্রান্ত

● **প্রথম পাতার পর**

করেন মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার তার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করবে।

## গায়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা স্কুলছাত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ সেপ্টেম্বর।।** মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় থানার অধীন লালসিংমুড়া স্টেন্ডের এলাকায় অবস্থিত আমবাগানে এক নবম শ্রেণীর ছাত্রী গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। যখন আগুন লাগায় তার কিছুক্ষণের মধ্যেই নাবালিকার মা বাড়িতে আসে। এসে আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার চেচামেচি করলে প্রতিবেশীরা ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক বিভাগে। দমকল কর্মীরা দ্রুত ছুটে এসে নাবালিকা মেয়েকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে জিবি হাসপাতলে রেফার করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, মেয়েটির স্থায়ী বাড়ি আমবাসায়। বিশালগড়ে আমবাগানস্থিত একটি বাড়িতে তারা ভাড়া থাকে। দশ বছর যাবৎ তারা ভাড়া রয়েছে। নাবালিকা মেয়েটি বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন স্কুলে পড়াশুনা করছে। বাবা টিএসআর জওয়ান। প্রাথমিক ভাবে তদন্তে জানা গিয়েছে মেয়েটি কিছুদিন যাবৎ দিনের সিংহভাগ সময় মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাতে মা বকাঝকা করেছিল। ধারণা করা হচ্ছে অভিমানে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

# ইস্টবেঙ্গল মাঠে রেফারি নিগ্রহের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তি দিতে চায় আইএফএ



নিজস্ব প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগেই রেফারি নিগ্রহের নিষ্পত্তি করতে চাইছে আইএফএ। সোমবার ইস্টবেঙ্গল মাঠে পিয়ারলেস-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ শেষে লাল-হলুদ ফুটবলারদের হাতে নিগৃহীত হতে হয় রেফারি দীপু রায়কে। সোমবার ম্যাচ শেষে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও রেফারি রিপোর্ট হাতে পাননি আইএফএ সচিব। মঙ্গলবার রাজ্য ফুটবল সংস্থায় ছুটি। সূচি অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। তার আগেই জরুরি ভিত্তিতে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির বৈঠক ডেকে দোষীদের শাস্তি দিতে চাইছে রাজ্য ফুটবল সংস্থা।রেফারি নিগ্রহে নাম জড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার ডিকা আর মেহেতাব সিং। ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজার ও গোলকিপার কোচ অভ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে রেফারি নিগ্রহের অভিযোগ রয়েছে। আইএফএ সচিব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বড় দল বলে কেউ পার পাবেন না। শুধু রাজ্য ফুটবল সংস্থার শাস্তিই নয়, কোড অব কন্ডাক্ট ভাঙার জন্য কোয়েস ইস্টবেঙ্গলেও শাস্তির মুখে এরা।তবে হেইমি কোলাডোকে শাস্তি দেওয়ার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত কি নিতে পারবে রাজ্য ফুটবল সংস্থা? ইস্টবেঙ্গল-পিয়ারলেস ম্যাচের একেবারে শেষদিকে মাটিতে পরে থাকা পিয়ারলেস গোলকিপারকে লাথি মারেন স্প্যানিশ কোলাডো।তা রেফারির চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু টিভি ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা যায় কোলাডোর লাথি মারার দৃশ্য। টিভি ফুটেজ দেখে শাস্তি দেওয়ার ঘটনা ইদানিং কালে আইএফএ নেয়নি। তাই ট্র্যাডিশন ভেঙে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপণ করার চ্যালেঞ্জ জয়দীপ মুখার্জির সামনেও।

## শামির গ্রেফতারিতে স্থগিতাদেশ দিল আদালত

ভারতীয় পেসার মহম্মদ শামির গ্রেফতারি পরোয়ানার উপরে স্থগিতাদেশ দিল আদালত।শামির স্ত্রী হাসিন জাহান তাঁর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা করেছিলেন। সেই মতো হাসিনের আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা আদালতের কাছে শামির গ্রেফতারি পরোয়ানা অথবা সমনজারি করার আবেদন করেছিলেন। তাঁর দাবি, বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন শামি কোনও দিনই হাজির হননি। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতেই শর্তসাপেক্ষ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল ভারতীয় পেসারের বিরুদ্ধে।কিন্তু সোমবার শামির আইনজীবী সেলিম রহমান সংবাদ সংস্থাকে বলেন, """দু"মাসের জন্য শামির গ্রেফতারি পরোয়ানা স্থগিত রাখা হয়েছে। শামির মামলার পরবর্তী শুনানি ২ নভেম্বর। তার আগে বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না।"""" সদ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ করেছেন ভারতীয় পেসার। মাঠে তাঁর পারফরম্যান্স ভাল হলেও মাঠের বাইরে এখনও তাঁর জীবন স্বাভাবিক হয়নি।

# কোটলায় কোহলির নামে স্ট্যান্ডের উদ্বোধনে হাজির থাকবে টিম ইন্ডিয়া !

নিজস্ব প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১১ বছর পূর্তিতে দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসেয়েশন, ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে বড়সড় উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। বিরাট কোহলির নামে স্ট্যান্ড হচ্ছে দিল্লির ফিরোজ শাহ কোটলায়। বৃহস্পতিবার সেই স্ট্যান্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা।মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সচিনের নামে স্ট্যান্ড আছে। ইডেনে সৌরভ গাঙ্গুলির নামে স্ট্যান্ড রয়েছে। এবার দিল্লিতে নিজের শহরের স্টেডিয়ামেই স্ট্যান্ড হচ্ছে বিরাট কোহলির নামে। বৃহস্পতিবার ফিরোজ শাহ কোটলায় উপস্থিত থাকছেন বিরাট নিজে। সঙ্গে আমন্ত্রিত ভারতীয় ক্রিকেট দল। কারণ শুক্রবারই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে ধরমশালা রওনা দেবে টিম ইন্ডিয়া। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।শাস্ত্রীর নির্দেশে টেস্টে টার্গেট বাড়ছে কোহলিদের !বিরাট কোহলি স্ট্যান্ড উদ্বোধনের পাশাপাশি ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ডিডিসিএ। ফিরোজ শাহ কোটলায় বিষেণ সিং বেদি ও মোহিন্দর অমরনাথের নামে স্ট্যান্ড রয়েছে। বীরেন্দ্র শেহবাগ ও অঞ্জুম চোপড়ার নামে রয়েছে গেট। ফিরোজ শাহ কোটলার হল অফ ফেম রয়েছে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদির নামে। এবার যুক্ত হতে চলেছে বিরাট কোহলি স্ট্যান্ড। বৃহস্পতিবারই প্রয়াত প্রাক্তন ঙ্গঙ্গঙ্খঙএ প্রেসিডেন্ট অরুণ জেটলির নামে স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণ করা হবে। এবার থেকে ফিরোজ শাহ কোটলা হবে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম।

# অজিদের ১৪০ বছরের রেকর্ড ছুঁল আফগানিস্তান

চট্টগ্রাম: অস্ট্রেলিয়া ছাড়া টেস্ট খেলিয়ে বাকি কোনও দেশ যেটা করে দেখাতে পারেনি, ঠিক সেটাই করে দেখালো আফগানিস্তান। চট্টগ্রামে বাংলাদেশকে সিরিজের একমাত্র টেস্টে পরাজিত করে আফগানিস্তান অজিদের ১৪০ বছরের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলল।গতবছর টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়া আফগানিস্তান দীর্ঘতম ফরম্যাটে এই নিয়ে মোট ৩টি ম্যাচে মাঠে নামে। যার মধ্যে ২টি"তে জয় তুলে নেয় তারা। ভারতের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম টেস্টে হারতে হয় আফগানদের। পরে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় তুলে নেয় আফগানিস্তান। এবার টেস্ট নেতৃত্ব হাতে পেয়েই বাংলাদেশ বিরুদ্ধে দলকে দুরন্ত জয় এনে দেন রশিদ খান।এই নিরিখে সবথেকে কম টেস্টে মাঠে নেমে ২টি জয় তুলে নেওয়ার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে আফগানিস্তান। ১৮৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়া তাদের তৃতীয় টেস্টে মাঠে নেমে দ্বিতীয় জয় পেয়েছিল। এবার আফগানিস্তান একাসনে বসে পড়ল অজিদের সঙ্গে।টেস্টে দুটি জয় তুলে নিতে ইংল্যান্ডকে অপেক্ষা করতে হয় ৪টি ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান যদি যুগ্মভাবে রেকর্ডের অধিকারী হয়, তবে দ্বিতীয় দ্রুততম দল হিসেবে ২টি টেস্ট জিতেছিল ইংল্যান্ড। পাকিস্তান ২টি টেস্ট জেতে ৯টি ম্যাচে মাঠে নেমে।ভারত এই তালিকায় বহু পিছনে রয়েছে। ২টি টেস্ট জিততে ভারতকে খেলতে হয় ৩০টি ম্যাচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২টি, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৩টি ও শ্রীলঙ্কা ২০টি টেস্টে ২টি জয় পেয়েছিল। এক্ষেত্রে ভারতের পিছনে রয়েছে জিম্বাবোয়ে, নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ। জিম্বাবোয়ে ৩১টি, নিউজিল্যান্ড ৫৫টি ও বাংলাদেশ ৬০টি টেস্ট খেলে ২টি ম্যাচ জিতেছে।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট জয়ে একাধিক ব্যক্তিগত নজির গড়েন রশিদ খান। কনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসাবে টেস্টে নেতৃত্ব দিতে নেমে দলকে জয় এনে দেন তিনি। ক্যাপ্টেন হিসেবে অভিষেক টেস্টে ব্যাট হাতে হাফ সেঞ্চুরি ও বল হাতে ম্যাচে ১০ উইকেট নেওয়া একমাত্র ক্রিকেটারে পরিণত হন রশিদ।আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম টেস্ট হারার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে এক লজ্জার রেকর্ড গড়ে। একমাত্র দল হিসেবে ১০টি পৃথক দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট হারে বাংলাদেশ।

# স্যার অ্যালিস্টার কুক করলেন চমকে দেওয়ার মত খোলসা ওয়ার্নার জানিয়েছিলেন কিভাবে করতেন বল ট্যাম্পারিং



অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রা জয়ের জন্য কি কি না করেন, আর কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে এটা তাদের চিরপ্রতিদ্বন্ধী ইংল্যান্ডের চেয়ে ভাল আর কে জানতে পারে। বল ট্যাম্পারিং বিবাদের কারণে আগেই অস্ট্রেলিয়া দলকে যথেষ্ট লজ্জায় পড়তে হয়েছিল। এখন আরো একবার এই বিষয়টিকে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে। আসলে এবারের ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালিস্টেয়ার কুক নিজের বায়োগ্রাফিতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড য়ার্নারের ব্যাপারে একটি চমকে দেওয়ার মত খোলসা করেছেন।ডেভিড ওয়ার্না প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে বলের সঙ্গে করেছিলেন ট্যাম্পারিং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭টি অ্যাসেজ সিরিজ খেলা ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালিস্টেয়ার কুক অস্ট্রেলিয়ান কালচার এবং ক্রিকেটাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত। কুক ২০১৭-১৮ অ্যাসেজ সিরিজের পর সেলিব্রেশনকে স্মরণ করে তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'ডেভিড ওয়ার্নার আমাকে বলছিল যে কিভাবে একটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ও হাতে বাঁধা পট্টিতে লাগা মেটিরিয়ালের মাধ্যমে বলের সঙ্গে ট্যাম্পারিং করেছিল। সেই সময় যদি স্টিভ স্মিথ বাধা না দিত তো সম্ভবত ওয়ার্নার এর সঙ্গে যুক্ত আরো অনেক গোপন কথাও উগরে দিত। কুক জানিয়েছেন যে এই ঘটনা ২০১৭-১৮র অ্যাসেজ সিরিজের পর হওয়া একটি পার্টি চলাকালীনের। যেমনই ওয়ার্নার এই কথার খোলসা করেন আমি স্টিভ স্মিথের দিকে তাকাই। ওর চেহারের ভাব এমন ছিল যেনো ওয়ার্নারকে বলছে যে তোমার এই কথা বলা উচিত হয়নি'।নিজের সমর্থকদের হৃদয় জিততে লেগে পড়ত অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়রাঅ্যালিস্টার কুক আগে বলেন যে, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল যে কোনো মূল্যে জয় হাসিল করার লক্ষ্যেই মাঠে নামত। তা সে তার জন্য ওদের যা কিছু করতে হোক। কুক সোজাসুজি চিটিং শব্দটির ব্যবহার করেননি, কিন্তু ঈশারা ঈশারায় পরিস্কার করে দিয়েছেন যে অস্ট্রেলিয়ান দল জেতার জন্য যা খুশিও করতে পারে'।অ্যালিস্টেয়ার কুকের মতে, 'অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা নিজেদের দলের যে কোনোভাবে জয় হাসিল করার ধরণ ধারণে সন্তুষ্ট নন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান দল এই বিষয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। যদিও বল ট্যাম্পারিংয়ের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ান দল নিজেদের সমর্থকদের হৃদয় জেতার প্রচেষ্টা করতে শুরু করেছে। দলের কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার ড্রেসিং রুমের কালচার পরিবর্তন করেছেন আর এটাই কারণ যে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের মাঠে অনেক বেশি বিনম্র দেখাচ্ছে'।

## ইমরান, বর্ডারদের সঙ্গে এলিট ক্লাবে রশিদ খান

বাংলাদেশকে হারিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে দ্বিতীয় জয় তুলে নিল আফগানিস্তান। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিতেছিল রশিদরা। এবার অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে আফগানিস্তানকে দ্বিতীয় টেস্ট জয় উপহার দিলেন রশিদ। এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশকে ২২৪ রানে হারিয়েছে আফগানিস্তান। এই জয়ের পর অধিনায়ক হিসেবে ইমরান খান, অ্যালান বর্ডারদের নামের পাশে এলিট ক্লাবে নাম তুলে ফেললেন রশিদ খান।রশিদের পারফর্ম্যান্সবাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১টি উইকেট নিয়েছেন রশিদ। প্রথম ইনিংসে ৫৫ রান খরচ করে ৫টি উইকেট নেন। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৯ রান খরচ করে ৬টি উইকেট পেয়েছেন।সঙ্গে আফগান অধিনায়ক প্রথম ইনিংসে ৫১ রানের মারকাটারি ব্যাটিং করেছেন। ৬১ বল খেলে ২টি বাউন্ডারি ও ৩টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে অর্ধশতরান করেন রশিদ। ব্যাটে বলে এই পারফর্ম্যান্স করেই এলিট ক্লাবে প্রবেশ আফগান অধিনায়কের।কী সেই রেকর্ড?এর আগে টেস্ট ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে ইমরান খান ও অ্যালান বর্ডারের একই টেস্টে ১০ উইকেট ও ব্যাটে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানোর কীর্তি রয়েছে।১৯৮৩ সালে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে এই কীর্তি করেন ততকালীন পাক অধিনায়ক ইমরান খান(১১৭ রান ও ১১ উইকেট)। আর ১৯৮৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে এই কীর্তি করেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার(৭৫ রান ও ১১ উইকেট)।

# জয় ছিনিয়ে নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে জার্মানি

ফুটবলময় এক রাতে উয়েফা ইউরো বাছাইপর্বে জয়ের ধারায় ফিরেছে সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা নরদার্ন আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছে জোয়াকিম লো"র শিষ্যরা।উইন্ডসোর পার্ক স্টেডিয়ামে পুরো ম্যাচ জুড়েই বল দখলে আধিপত্য দেখায় জার্মানি। তবে গোলের সুযোগ তৈরিতে জার্মানির সাথে পাল্লা দিয়েই লড়তে থাকে নরদার্ন আয়ারল্যান্ড। ফলে গোল শূন্যভাবেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।বিরতির পর শুরুতেই এগিয়ে যায় জার্মানি। ৪৮ মিনিটে ডান পাশ দিয়ে ক্লসটারম্যানের দেওয়া ক্রস হেড দিয়ে বিপদমুক্ত করতে পারে আইরিশ ডিফেন্ডার। ফলে বল চলে যায় ফাঁকায় দাড়িয়ে থাকা হ্যালস্টেনবার্গের কাছে। বাম পায়ের জোড়ালো ভলি শটে বল লক্ষ্যভেদ করেন তিনি।পিছিয়ে পড়ে সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে পড়ে আয়ারল্যান্ড। তবে বলার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। তবে এরপর জার্মানি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও আইরিশ গোলরক্ষকের কল্যাণে রক্ষা পায়।ম্যাচের শেষ দিকে আসে দ্বিতীয় গোল ইরজুরি সময়ে কাই হ্যাভার্টজের বাড়ানো বল ডানপাশে কর্নার দিয়ে গোলরক্ষকে ফাঁকি দিয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে স্কোরলাইন ২-০ করেন গিনাব্রি।এই জয়ে "সি" গ্রুপে পাঁচ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে জার্মানরা। আর গ্রুর্বে প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পাওয়া সমান মাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নরদার্ন আয়ারল্যান্ড।

# সেরেনা উইলিয়ামসকে হারিয়ে বিশ্বজয় বিয়াঙ্কার



টিডিএম বাংলা ডেস্ক: তিন বছর আগে একটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ১৬ বছর বয়সি বিয়াঙ্কা আন্দ্রেস্কু নিজেকে একটা নকল চেক লিখে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বিজয়ী যে রকম চেক পায়, ঠিক সে রকম। প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে বিজয়ীর পুরস্কার মূল্য বেড়ে যা হতো, বিয়াঙ্কা নকল চেকে সেই মূল্য বসিয়ে দিতেন।তখনও টেনিস দুনিয়ায় কানাডিয়ান তরুণী বিরাট বড় সাফল্য পাননি। তবে চোখে ছিল বিশ্বসেরা হওয়ার অদম্য স্বপ্ন। তাই নিজেকে উতসাহ দিতেই সে দিন প্রতীকী হিসেবে নকল চেক লিখেছিলেন। কে জানতো, সেই বিয়াঙ্কাই তিন বছর পরে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের ফাইনালে কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসকে ৬-৩, ৭-৫ হারানোর পরে সত্যিকারের ৩.১ মিলিয়ন পাউন্ডের (প্রায় ২৭ কোটি টাকা) চেক হাতে পাবেন!এবার আসল চেক। বিয়াঙ্কার বিশ্বাস ছিল তিনি একদিন সফল হতে পারবেন। ইচ্ছাশক্তির জোরে তার কল্পনা রূপ নেবে বাস্তবে। তাই স্বপ্ন পূরণের পরে ১৯ বছর বয়সি আনন্দাশ্রু মুছতে মুছতে বলে দেন, "সেরেনা উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলব এটা একদিনের স্বপ্ন নয়। বহুদিন ধরে এই মুহূর্তটার অপেক্ষা করছি। ২০১৫ সালে অরেঞ্জ বোল খেতাব (ফ্লোরিডা অনুষ্ঠিত গ্রেড এ প্রতিযোগিতা) জেতার কয়েক মাস পরে আমি সত্যি বিশ্বাস করতে শুরু করি, একদিন এই মঞ্চে খেলব। তখন থেকে প্রত্যেক দিন স্বপ্নটা দেখে এসেছি। সেই স্বপ্নপূরণ হওয়ায় দুর্দান্ত লাগছে। আমার মনে হয় বারবার একটা দৃশ্য কল্পনা করাটা সত্যি কাজে দেয়।"ফাইনালে নামার আগে টানেল দিয়ে যখন বিয়াঙ্কা আসছেন তখন তার কানে হেডফোন, গানের তালে তালে নাচছিলেন। এতটাই ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। যে ভিডিও দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে বলে দেন এ মেয়ে হারার জন্য আসেনি। ম্যাচের পরে অবশ্য বিয়াঙ্কা বলেছেন, তিনি চাপে ছিলেন। তবে তার টানেল দিয়ে আসার ভিডিও দেখে তা কে বলবে!যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে প্রথম ফাইনালে নেমেই আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ২৩ হাজার দর্শকের সামনে সেরেনাকে হারানোর পরে বিয়াঙ্কা ক্ষমাও চেয়ে নেন। তিনি জানতেন, সেরেনার ঘরের মাঠে দর্শকরা কতটা উদগ্রীব ছিলেন ২৩ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীর রেকর্ড দেখার জন্য। তাই সেরেনা যখন চতুর্থ বারও ফাইনালে মার্গারেট কোর্টের ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন আন্দ্রেস্কু দর্শকদের বলেন, "জানি আপনারা চাইছিলেন সেরেনাই জিতুক। তাই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অবশ্যই এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, সেরেনা পিছিয়ে যাওয়ার পরে ঘুরে দাঁড়াবে। তবে আমি নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করে গিয়েছে ওকে আটকানোর। যে ভাবে আমি সব সামলেছি তাতে খুব খুশি।"রো মাস আগে এই বিয়াঙ্কাই চোটের ধাক্কায় কাবু ছিলেন। ফ্লাশিং মেডোজে যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম রাউন্ডে বিদায়ও নিয়েছিলেন। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন দু"শোরও বেশি। সেখান থেকে চলতি মৌসুমে বিয়াঙ্কার উত্থান এখন সব চেয়ে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি। এ মৌসুমে বিয়াঙ্কা ইন্ডিয়ান ওয়েলস এবং টরন্টো ডাব্লিউটিএ প্রতিযোগিতা জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৫ নম্বরে উঠে আসেন। এবার যুক্তরাষ্ট্র ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পাঁচ নম্বরে উঠে আসা নিশ্চিত কানাডিয়ান তারকার।বিয়াঙ্কা অবশ্য শুধু নিজের সাফল্যই নিয়েই ভাবেন না, তিনি চান উঠতি খেলোয়াড়দেরও প্রেরণা হয়ে উঠতে। তিনি বলেন, "আগেও বহুবার বলেছি। আবার বলছি। আমার লক্ষ্য বহু মানুষকে প্রেরণা দেওয়া।

বিশেষ করে কানাডার অ্যাথলিটদের। আশা করি এই জয় সেই লক্ষ্য পূরণ করবে। শুধু এই জয় নয়, গত এক বছরে আমি যা অর্জন করেছি সেটা। যখন আমি ছোট ছিলাম অনেক কানাডিয়ান অ্যাথলিট প্রেরণা দিয়েছে। এবার আশা করছি আমি সেই মানুষ হয়ে উঠতে পারব।"বিয়াঙ্কা তাকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দেন কার্লিং বাসেটকে। ১৯৮৪ সালে কানাডার শেষ খেলোয়াড় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। সঙ্গে বাস্কেটবল তারকা স্টিভ ন্যাশকে। এনবিএ-র দু"বারের সব চেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়ের পুরস্কারজয়ী তিনি।বিয়াঙ্কা বলেন, "বাসেটের কথা অবশ্যই বলব। স্টিভ ন্যাশও। আরও নাম বলতে পারি প্রেরণা হিসেবে। তরুণ বয়েসে এই প্রেরণাটা ভীষণ দরকার। যাতে আমি যখন কোর্টে নামব, আমার সেরাটা প্রতিফলিত হয়। অন্যদের জন্যও আমি একজন উদাহরণ হয়ে উঠতে পারি। আগেও বলেছি আবার বলছি, আমি যদি পারি, সেরেনা যদি পারে, রজার (ফেদেরার) যদি পারে, স্টিভ ন্যাশ যদি পারে, তাহলে যে কেউ পারবে।"

# আবার রেডিওয় শোনা যাবে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ধারাবিবরণী

আবার ফিরছে অতীত।টিম ইন্ডিয়ার খেলার ধারাবিবরণী ফেরশোনা যাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে অল ইন্ডিয়া রেডিওর ২ বছরের চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী টিম ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছাড়াও ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের বেশ কিছু ম্যাচের সরাসরি ধারাভাষ্য শোনা যাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। ঘরোয়া ক্রিকেটের মধ্যে রয়েছে রনজি ও দলীপ ট্রফির ম্যাচ। দেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ক্রিকেটকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছে বিসিসিআই।চুক্তির মেয়াদ ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত। বোর্ড সূত্রে জানানো হয়েছে, "দেশের প্রতিটি কোনায় ক্রিকেটকে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ। ধর্মশালায় ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচেই শোনা যাবে রেডিওয় ধারাবিবরণী।"জানা গেছে মহিলাদের ক্রিকেটের কিছু ম্যাচের ধারাভাষ্যও শোনা যাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওয়। এছাড়া রনজি ফাইনাল, দলীপ ট্রফি ফাইনাল, দেওধর ট্রফির তিনটি লিগ ম্যাচ ও ফাইনাল, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনাল সহ ১১টি ম্যাচ ও পুরুষদের ইরানি কাপের ধারাবিবরণী শোনা যাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে।

# প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানে খেলতে যেতে নারাজ মালিঙ্গারা



কলম্বো: খেলাই তাঁদের পরিচিতি হলেও জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে রাজি নন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা। তাই অহেতুক প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলতে যেতে রাজি নন লসিথ মালিঙ্গা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ, দিমুথ করুনারত্নে-সহ শ্রীলঙ্কার প্রথম সারির ১০ জন ক্রিকেটার।২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কার টিম বাসে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা এখনও ভুলতে পারেননি সিংহলি ক্রিকেটাররা। অতীতের ভয়াবহ সেই স্মৃতি এখনও টাটকা বলেই মালিঙ্গারা বোঝেন পাক ভূ-খণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেলে জীবন বাজি রাখতে হবে তাঁদের। সেই ঘটনার পর থেকে এক দশক কেটে গেলেও সেই অর্থে পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কার্যত ব্রাত্য। জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও একবার শ্রীলঙ্কার ক্লাব স্তরের দলকে নিয়ে পাকিস্তান নিজেদের মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজন করেছিল। তবে ঘরের মাঠে প্রথম সারির কোনও দলকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ এখনও আয়োজন করতে পারেনি পিসিবি।নভেম্বর-ডিসেম্বরে দেশের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তার আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত টি-২০ ও ওয়ান ডে সিরিজ আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছেন এহসান মানিরা। মালিঙ্গারা বেঁকে বসায় পাকিস্তানের সেই স্বপ্ন আবার বিশ বাঁও জলে। নিতান্ত সিরিজ আয়োজন করা গেলেও পুনরায় কার্যত ক্লাব স্তরের দলের সঙ্গেই সরফরাজদের মাঠে নামতে হবে এটা নিশ্চিত।শ্রীলঙ্কান বোর্ডের নিরাপত্তা আধিকারিকরা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠক মিলিত হন এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে খুঁটিনাটি বিবরণ দেন। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়ার কথাও বলা হয়। অর্থাত পাকিস্তানের নিরাপত্তার আশ্বাস সত্ত্বেও ক্রিকেটাররা চাইলে ওদেশে খেলতে যেতে নাও পারেন, এমন বিকল্প রাখা হয় মালিঙ্গাদের সামনে। বেশিরভাগ ক্রিকেটার সিরিজ থেকে দূরে সরে থাকার বিকল্পটাকেই বেছে নেওয়া শ্রেয় মনে করেন।ওয়ান ডে ক্যাপ্টেন দিমুথ করুনারত্নে ও টি-২০ অধিনায়ক মালিঙ্গা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা পাকিস্তানে খেলতে যাবেন না। অভিজ্ঞ অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন পাক সফর থেকে। এছাড়া নিরাপত্তাজনিত কারণে পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি হননি নিরোশন ডিকওয়েলা, কুশল পেরেরা, ধনঞ্জয়া ডি"সিলভা, থিসারা পেরেরা, আকিলা ধনঞ্জয়া, সুরঙ্গা লকমল ও দিনেশ চাঁদিমল।

CMYK

জাগরণ 11 September, 2019, Wednesday আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২৪ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020



# এডিসি-র নাম পরিবর্তনে ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব, দ্বিমত মুখ্য নির্বাহী সদস্যের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** এডিসি (ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ)-র নাম পরিবর্তনে প্রস্তাব দিল ত্রিপুরা সরকার। 'ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল'-এর পরিবর্তে 'তিপ্রাল্যান্ড অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল' করার জন্য এডিসি প্রশাসনকে প্রস্তাব দিয়েছে রাজ্য সরকার। অবশ্য, এতে আপত্তি জানিয়ে পাল্টা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। তিনি 'ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনোমাস কাউন্সিল' নামাকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন ত্রিপুরা সরকারকে।

ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের (টিটিএএডিসি) মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা জানিয়েছেন, এডিসি-র ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা সরকার ৫-টি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে পাঠিয়েছে। এতে রয়েছে, সংশোধনী বিল-২০১২ ধারা ২-র উপধারা ৭ অনুসারে প্রত্যেক কাউন্সিলে মোট আসন সংখ্যার কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এছাড়া, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নাম ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের পরিবর্তে তিপ্রাল্যান্ড অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার বিষয়টিও ওই প্রস্তাবে রয়েছে। তিনি আরও জানান, ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ব্লক লেভেলে সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের পরিবর্তে ব্লক লেভেল কাউন্সিল গঠন করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, ষষ্ঠ তফশিল এলাকায় শহর গঠন করা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ ৩(এ) অনুসারে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে অধিক ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাবও রয়েছে।

রাধাচরণ দেববর্মার কথায়, এডিসি-র নাম পরিবর্তন করে তিপ্রাল্যান্ড অটোনোমাস টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল রাখার প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছি। তার বদলে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াজ অটোনোমাস কাউন্সিল নাম হোক, এই প্রস্তাব দিয়েছি। তাছাড়া, সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অনুচ্ছেদ ৩(এ)-এর বদলে অনুচ্ছেদ ৩(বি) অনুসারে এডিসি-কে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা হোক, সেই প্রস্তাবও দিয়েছি। তাঁর যুক্তি, অনুচ্ছেদ ৩(এ) অনুসারে এডিসি-তে ১৫টি দফতর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু, অনুচ্ছেদ ৩(বি) অনুসারে এডিসি-তে ৪০টি দফতর গঠনের সংস্থান রয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ব্লক লেভেল কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবেও আপত্তি জানিয়েছি। তাঁর মতে, ব্লক লেভেল কাউন্সিল গঠন করা হলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ সম্ভব নয়।

মঙ্গলবার যোগেন্দ্রনগর বনকুমারিতে আক্রান্ত সিপিএম নেতৃত্ব বিশ্বজিৎ সাহাকে দেখতে বাড়িতে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

# আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে তিনদিন ব্যাপী বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনের উদ্যোগে আগরতলায় প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব।

আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হবে তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের।

যউদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহামুদ এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

এছাড়া বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গও থাকবেন।

মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানান আগরতলায় নিয়োজিত বাংলাদেশ সহকারী কমিশনার কিরীটি চাকমা। তিনি বলেন, এই চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের মোট ২২টি চলচ্চিত্র দেখানো হবে। এর মধ্যে কয়েকটি চলচ্চিত্রের বিষয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে।

এছাড়াও ভারত-বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রযোজিত চলচ্চিত্রও দেখানো হবে। এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনীটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই উৎসব চলবে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এর আগে আগরতলায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র নিয়ে একাধিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

# চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রাম পাহাড়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রাম পাহাড়। গৃহস্থের ঘর দোকান মন্দির মসজিদ কোথাও বাদ যাচ্ছেনা চোরের হাত থেকে। এক কথায় পুলিশ প্রশাসনকে আদা জল খাওয়াচ্ছে চোরের দল। গতকাল রাতেও একই কায়দায় দোকানের দরজা ভেঙ্গে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল।দোকানে থাকা নগদ চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা সহ ফ্রিজ হোপার দোকানের সামগ্রী এবং ক্যাসবাক্সে থাকা দরকারি কাগজপত্র নিয়ে যায় চোরের দল। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের চুড়াইবাড়ি থানাধীন বালিছড়াপাড় এডিসিডি ভিলেজের ৩ নং ওয়ার্ডের পুষ্প পাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় চুড়াইবাড়ি থানাধীন বালির ছড়াপাড় এডিসি ভিলেজের ৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ঝুলন ত্রিপুরার মুদির দোকানে গতকাল গভীর রাতে চোরের দল সাফাই অভিযান চালায়।চোরের দল দোকানের দরজার তালা ভেঙে প্রবেশ করে দোকানের ক্যাশ বাক্সে থাকা চার থেকে পাঁচ হাজার নগদ অর্থসহ ফ্রিজ হোপার দোকানের সামগ্রী ও দরকারি কাগজপত্র নিয়ে যায়। দোকান মালিক ঝুলন ত্রিপুরা প্রতিদিন রাতে উনার বাড়ির পাশে মোদির দোকানে রাত্রিবেলা ঘুমাতেন। কিন্তু গতকাল রাতে উনার শারীরিক অসুস্থতার কারণে দোকানের পাশের নিজ বাড়িতে ছিলেন আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গভীর রাতে দোকানে সাফাই অভিযান চালায় চোরের দল।

এদিকে ঝুলন ত্রিপুরা জানান, উনার বাড়ির পাশের মুদির দোকানটি আজ সকাল বেলা খুলতে এসে দেখতে পান দরজার তালা ভাঙা। দোকানে থাকা টাকাসহ ফ্রিজ ও মূল্যবান সা-সামগ্রী দোকানের পেছনের দরজা দিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ এখন পর্যন্ত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।

# নিজের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা পিতার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম নিদর্শন। নিজের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা পিতার। এই সমাজ এরকম কলঙ্ক আর কত গ্রহণ করবে? নিজ ঘরেই যখন মেয়েরা সুরক্ষিত নয় তখন বাইরে তাদের নিরাপত্তা দেবে কে, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ - কদমতলা থানা এলাকার বাসিন্দা মুকুব আলী (৩৯) পিতা মৃত মুছব্বির আলী তার ১৫ বছরের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।বছর তিনেক আগে মেয়েটির মা মারা যায় তখন মুকুব দ্বিতীয় বিবাহ করে।প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই মেয়েটির উপর তার কো নজর ছিল। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সে হাত দিত এবং প্রতিনিয়ত তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করতো বলে অভিযোগ।কয়েকদিন আগে মুকুব তার নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে।এরপর মেয়েটি তার মামার বাড়িতে চলে যায়।মামার বাড়িতে গিয়ে মামিকে সব খুলে বলার পর সেখান থেকেই চাইল্ড লাইনে অভিযোগ করা হয়।

সেই অভিযোগের কপি কদমতলা থানায় আসে। সোমবার গভীর রাতে কদমতলা থানার পুলিশ দুশ্চরিত্র লম্পট পিতা নামের কলঙ্ককে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান সোমবার গভীর রাতে তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মামলার তদন্ত চলছে। বুধবার কদমতলা থানা অভিযুক্তকে আদালতে প্রেরণ করেছে।একই দিনে সৎ পিতা ধারা নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল কদমতলা থানা এলাকায়। একের পর এক এধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা সামাজিক অবক্ষয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

# বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু। ঘটনা উত্তরের কদমতলা থানা এলাকার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের ভিতরগড় এলাকায়। মৃত শিক্ষকের নাম আলাউদ্দিন আহমেদ (৫১)।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ-আজ পবিত্র মহরমের ছুটির দিনে বেলা ২ টা নাগাদ পুকুর থেকে মটর দিয়ে জল তোলতে গিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার সময় বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে পায়ে লেগে যায়।আর সাথে সাথেই বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয় আলাউদ্দিন আহমেদ (৫১) পিতা-মৃত ফরমান আলী নামের এক মাদ্রাসা শিক্ষকের।মৃত শিক্ষকের ঘর কদমতলা থানাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের ভিতর গোল এলাকায়। মৃত শিক্ষক পাশবর্তী রাজ্য অসমের কাঠালতলী সিনিয়র মাদ্রাসার সরকারী শিক্ষক ছিলেন। উনার চার মেয়ে ও এক পুত্র সন্তান রয়েছে। ঘটনার সময় দুই মেয়ে বাড়িতে ছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর আলাউদ্দিন আহমেদের পুকুরের পাশ দিয়ে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি গরু নিয়ে যাবার সময় দেখতে পায় শিক্ষক আলাউদ্দিন পুকুরপাড়ে পড়ে আছেন। তখন সবাইকে খবর দেওয়া হয়। আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে এসে বৈদ্যুতিক তার থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তড়িঘড়ি আনা হয় কদমতলা হাসপাতলে। সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসক সোমালী নাথ আলাউদ্দিন আহমেদকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা গেছে আলাউদ্দিন আহমেদের বা পায়ের বেশ কিছুটা অংশ বিদ্যুতের তার লেগে পুড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি শরীরের অন্যান্য স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়া আরও জানা যায় জীবনের অধিকাংশ সময়টা আসামের কাটালথলি সিনিয়র মাদ্রাসার ভেঞ্চার স্তরের শিক্ষক ছিলেন।২০১৩ সালে সরকারিভাবে উনি মাদ্রাসা শিক্ষকে নিযুক্ত হন। আর সরকারিভাবে নিযুক্ত হওয়ার ৬ বছরের মাথায় অকালে ঝরে গেল একটি তরতাজা প্রাণ।আজ মৃত মাদ্রাসা শিক্ষক আলা উদ্দিন আহমেদের মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মাদ্রাসা শিক্ষকের অকাল প্রয়াণে গোটা বিতরগোল এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# আগরতলায় গ্যাস পাইপের লিকেজ থেকে অগ্নিকাণ্ড, অল্পেতে রক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** গ্যাস পাইপে লিকেজের ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে আগরতলায় রামঠাকুর সংঘ এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, বেসরকারি মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানি রামঠাকুর সংঘ এলাকায় মাটির নীচে গ্যাসের পাইপ লাইন বসানোর কাজ করছিল। তখনই গ্যাসের পাইপ লাইনে লিকেজ হয়। এতে মুহূর্তের মধ্যেই আগুন লেগে যায়। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশেই বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারেও অগ্নিসংযোগ হয়। স্থানীয় লোকজন এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এদিকে, গ্যাসের পাইন লাইন লিকেজ হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় খবর দেওয়া হয়েছিল দমকল বাহিনীকে। পাশাপাশি গ্যাস লাইন বন্ধ করার জন্য খবর পাঠানো হয় টিএনজিসিএল-র দফতরেও। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন আয়ত্তে আসে। এর ফলে ভয়াবহ ঘটনার হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে এলাকাটি।

# গাড়ি শিল্পে মন্দা : অর্থমন্ত্রীর কাঠগড়ায় অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভারতে গাড়ি শিল্পের মন্দার জন্য কাঠগড়ায় এবার অ্যাপ ক্যাব পরিষেবাই। ওলা ও উবের অ্যাপ ক্যাব পরিষেবাকে গাড়ি শিল্পের মন্দার জন্য দায়ী করার পাশাপাশি এই ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিকেও একহাত নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মঙ্গলবার নির্মলা সীতারমণ বলেন, 'ভারত স্টেজ ৬ দূষণ নীতি এবং নবীন প্রজন্মের মানসিকতা, যাঁরা গাড়ি কেনার চেয়ে ওলা ও উবের ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন, গাড়ি শিল্পে বড়সড় প্রভাব ফেলেছে। দুই বছর আগেও এই শিল্পে সুদিন ছিল। কিন্তু, এখন মন্দা।'

উল্লেখ্য, সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার্স-এর হিসেব অনুযায়ী, গাড়ি শিল্পে এত ধস এর আগে নামেনি কখনও। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাসিক কিস্তিতে গাড়ি কেনার থেকে যাতায়াতের জন্য ওলা বা উবেরের মতো অ্যাপ ক্যাবই বেশি পছন্দ করেন বর্তমান প্রজন্ম। মন্দা এড়াতে জিএসটি রেট কমানোর জন্য জিএসটি কাউন্সিলেরও দ্বারস্থ হয়েছে গাড়ি শিল্প। ২০ সেপ্টেম্বর কাউন্সিলের বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে এদিন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

# কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে রাহুল, ওমরের মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছে পাকিস্তান

জেনিভা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে (ইউএনএইচআরসি) কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন।

ইউএনএইচআরসি বৈঠকে পাকিস্তানের পেশ করা একটি নথির প্রথম পৃষ্ঠায় রাহুল গান্ধী ও ওমর আবদুল্লাহর বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ফাঁস হওয়া নথিটি পাকিস্তানি গণমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

নথির প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জার্মান স্বৈরাচারী শাসক অ্যাডল্ফ হিটলারের সাথে তুলনা করে তাঁকে "এশিয়ার নীরব হিটলার" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নাৎসি জার্মানির প্রতীক স্বস্তিককেও তাঁর ছবির পাশে দেখানো হয়েছে। নথির শিরোনাম রাখা হয়েছে কাশ্মীরের সমর্থন, মানবতার সমর্থন।

নথিতে রাহুল গান্ধীর 'জম্মু ও কাশ্মীরের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি' বক্তব্যকে নথিতে শিরোনাম করা হয়েছে। রাহুল গান্ধীর যে বক্তব্যকে হাতিয়ার করা হয়েছে তা হল, "জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত করার জন্য এখন ২০ দিন হয়ে গেছে। বিরোধী দল ও সংবাদমাধ্যমের নেতারা শ্রীনগর সফর করার চেষ্টা করলে তারা নিজেরাই প্রশাসনের অমানবিকতা এবং রাষ্ট্রের জনগণের উপর শক্তি প্রয়োগের নগ্ন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।"

ওমর আবদুল্লাহকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা হয়েছে, 'ভারত সরকারের একতরফা ও হতবাগ করা সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী এবং বিপজ্জনক পরিণতি হবে। এটি কাশ্মীরি জনগণের উপর আক্রমণ। এই রায়টি একতরফা, অবৈধ এবং অসাংবিধানিক। একটি দীর্ঘ এবং কঠিন সংগ্রাম হবে। আমরা এর জন্য প্রস্তুত।' নথিতে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানের সমর্থন কাশ্মীরি জনগণকে উৎসাহিত হয়েছে।

# ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসু-র হাতে আক্রান্ত এবিভিপি-র কেন্দ্রীয় সদস্য-সহ দুই, সদর থানায় এজাহার

ডিব্রুগড় (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু)-র কতিপয় কর্মকর্তার হাতে আক্রান্ত হয়েছেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর দুই কার্যকর্তা। তাঁরা পূর্ণকালীন কার্যকর্তা তথা সংগঠনের সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য নয়নজ্যোতি শর্মা এবং রোহিতনয়ন বরুয়া। সোমবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবারও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে ডিব্রুগড়ে। এবিভিপি-র আক্রান্ত দুই কার্যকর্তা আসু-র হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ডিব্রুগড় সদর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন।

এবিভিপি-র সর্বভারতীয় কার্যকারিণী সদস্য, অসমের বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখ তথা সংগঠনের সদ্যপ্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি নয়নজ্যোতি শর্মা জানান, ঘটনা সোমবার সন্ধে প্রায় ৫.৫৫ মিনিট নাগাদ সংগঠিত হয়েছে। সংগঠনের অপর কার্যকর্তা রোহিতনয়ন বরুয়াকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তিনি। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বাইরে রাস্তায় পথ আগলে আসু-র জনাকয়েক কর্মকর্তা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। হামলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের কী কাজ, বলেই মুখ বরাবর ঘুষি মারতে উদ্যত হয় এক আসু কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আর কখনও আসবে কিনা, ফের এই এলাকায় দেখলে মেরে ফেলব বলেই অপর আসু কর্মী লাঠি নিয়ে প্রাণঘাতী হামলা করে বসে।

নয়নজ্যোতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা ছাত্র সংসদের সভাপতি-সম্পাদক এবং এবিভিপি সদস্যদের নিয়ে সাম্প্রতিককালের শিক্ষানীতি এবং ছাত্র ভরতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করে বের হচ্ছিলেন।

বলেন, আসু মনে করে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মৌরসি পাট্টা, আর কেউ এখানে আসতে পারবে না।

# ছেলেধরা সন্দেহে ধৃত দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর ।।** ছেলে ধরা সন্দেহে বহি রাজ্য থেকে আসা ২ ব্যক্তিকে আটক করে ধর্মনগর থানার হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী। এই ঘটনায় গোটা এলাকা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা ধর্মনগর চুপিরবন্ধ লালছড়া পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে লালছড়া পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় দুই ব্যক্তি পীরের বেশে এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এই ছদ্মবেশী পীরেরা সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি শিশুকে চকলেটের লোভ দেখায়। পরবর্তীতে শিশুটি বাড়িতে গিয়ে এই ঘটনা জানাতেই এলাকাবাসীর সহযোগে ঐ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাদের সাথে কথা বলে এলাকাবাসীদের সন্দেহ আরো তীব্র হয়। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ছদ্মবেশী দুই ব্যক্তির সাথে কথা বললে, তাদের কথার মধ্যে বেশ অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের আটক করে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।